

ক্ষমা চাইবেন না, শো-কজের জবাব দিয়েও অনড় হুমাযুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চ : শোকজের জবাব দিলেন হুমাযুন কবীর। শনিবারই শোকজের জবাব দেন তিনি। তবে জবাব দিলেও নিজের মন্তব্যে অনড় রয়েছেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক। তেমনটাই জানা যাচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারীর মুসলিম বিধায়কদের ‘করে রাস্তায় ছুড়ে ফেলা’ মন্তব্য থেকে এই বাক্যবৃদ্ধের সূত্রপাত। এই মন্তব্যে খেপে পালটা তৃণমূল বিধায়ক হুমাযুন কবীরের বক্তব্য ছিল, আমাকে মারতে এলে রসগোল্লা খাওয়াব নাকি? হুঁসে দেব। ক্ষমতা থাকলে মুর্শিদাবাদে আসুন, দেখে নেব। এও বলেন, একটা বিধায়ককে চ্যাংদোলো করে দেখাক। কত হিম্মত দেখব। আমার কাছে আগে আমার জাতি, তার পর দল। আমার জাতিকে আক্রমণ করলে আমি চুপ থাকব না। এইসব মন্তব্যের পরেই তাঁকে তৃণমূলে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির অন্যতম সদস্য শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় শোকজ করেছিলেন।

গ্রেফতার রাজ্য কংগ্রেস মুখপাত্র

১৫ মার্চ : অসম কংগ্রেসের মুখপাত্র রীতম সিংকে শনিবার গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করেছিলেন, যেখানে তিনি তিনজন প্রবীণ বিজেপি নেতা-একজন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এবং দুজন বর্তমান বিধায়ক-এর বিরুদ্ধে দায়ের ডেকার ক্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে। অভিযোগে বলা হয়েছে, দুই দিন আগে সিং এন্ড (স)-এ একটি পোস্ট করেছিলেন, যা মানব ডেকা এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে কট্টমূলক বলে বিবেচিত হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই পোস্টে তিনি তিনজন বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার স্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, যা বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শনিবার সকালে লখিমপুর পুলিশের একটি দল গৌহাটীর পল্টন বাজার থানার সহযাত্রী রীতম সিং-এর বাসভবনে পৌঁছায়। কংগ্রেস নেতারা অভিযোগ করেছেন, কোনও পূর্ব নোটিশ বা গ্রেফতার পরোয়ানা ছাড়াই তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। সিংকে গ্রেফতারের পর লখিমপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাঁর বিরুদ্ধে আইপিসি-র ২১৪ (অস্ত্রীল মন্তব্য) এবং ৫০০ (মানহানি) ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই গ্রেফতারির পর কংগ্রেস দল তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। অসম কংগ্রেসের সিনিয়র নেতা ও সাংসদ গৌবর গগৈ এই ঘটনাকে ‘সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের উদাহরণ’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পুলিশকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন বিরোধী কণ্ঠস্বর দমনের জন্য। গগৈ বলেন, বিজেপি পুলিশের মাধ্যমে একটি ভয়ঙ্কর বার্তা দিচ্ছে-যদি তাদের বিধেয়ািতা করেন, তবে আপনাকে নিশ্চিহ্ন করা হবে। তিনি আরও দাবি করেছেন, এই গ্রেফতারি রাজনৈতিক প্রতিলিপির ফল। অসম যুব কংগ্রেসও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। তারা এক্স-এ লিখেছে, কোনও জানানো ছাড়াই আমাদের মুখপাত্র রীতম সিংকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এটি আইনের নিয়মের পরিপন্থী। কংগ্রেস নেতারা এই গ্রেফতারিকে ‘স্বাধীনতার উপর আঘাত’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে, বিজেপি এই গ্রেফতারিকে সমর্থন করেছে। লখিমপুরের বিধায়ক মানব ডেকার স্ত্রী অভিযোগ করেছেন, রীতম সিং-এর পোস্টে তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করা হয়েছে।

ইন্ডি জোটের গঠন নিয়ে ‘বিস্ফোরক’ তথ্য ফাঁস প্রকাশ কারাতে

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : সিপিআই(এম)-এর প্রবীণ নেতা প্রকাশ কারাত বলেছেন, বিরোধী দলগুলির ‘ইন্ডি’ জোট লোকসভা নির্বাচনের জন্য গঠিত হয়েছিল, রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নয়। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী দলগুলির একটি বিস্তৃত মঞ্চ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। কারাতে মতে, এই জোটকে আরও বৃহ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত, যাতে এটি কেবল নির্বাচনী রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। তাঁর এই বক্তব্য ভারতীয় রাজনীতিতে বিরোধীদের ভবিষ্য কৌশল নিয়ে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনকুসিট অ্যালায়ন্স’ (ইন্ডিয়া) নামে পরিচিত এই জোটটি গত বছর লোকসভা নির্বাচনের আগে গঠিত হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-এর বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বিরোধী মোর্চা তৈরি করা। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআই(এম), সিপিআই, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি সহ একাধিক দল এই জোটের অংশ। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই জোট উল্লেখযোগ্যভাবে ২৬৪টি আসন জিতেছিল, যদিও বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ ২৯৩টি আসন নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। প্রকাশ কারাত শনিবার নয়াদিল্লিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ইন্ডি জোট লোকসভা নির্বাচনের জন্য গঠিত হয়েছিল। এটি কোনওভাবেই রাজ্য নির্বাচনের জন্য ডিজাইন করা হয়নি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, প্রতিটি রাজ্যে বিরোধী দলগুলির আঞ্চলিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য আলাদা। তাই রাজ্য নির্বাচনে এই জোটের কাঠামো প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিআই(এম) একে অপরের বিরোধী, কিন্তু লোকসভায় তারা ইন্ডি জোটের অংশ হিসেবে একসঙ্গে কাজ করেছে। কারাত আরও বলেন, আমাদের একটি বৃহত্তর ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী মঞ্চ দরকার, যা কেবল নির্বাচনী জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভর করবে না। এই জোটকে একটি আদর্শগত ভিত্তি দেওয়া উচিত, যাতে এটি বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি লড়াই চালাতে পারে। তিনি মনে করেন, নির্বাচনী রাজনীতির সংকীর্ণতা এই জোটের সম্ভাবনাকে সীমিত করে দিতে পারে। ইন্ডি জোট গঠনের পর থেকে এটি লোকসভায় বিজেপির আধিপত্য কমাতে সক্ষম হয়েছে। তবে, রাজ্য নির্বাচনে এই জোটের দলগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব স্পষ্ট হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস এবং শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী) একসঙ্গে কাজ করলেও, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল এবং বামফ্রন্টের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। কারাতের এই মন্তব্য এই বাস্তবতার প্রতিফলন। তিনি বলেন, রাজ্যে আমাদের আলাদা লড়াই আছে। তবে জাতীয় স্তরে বিজেপির বিরুদ্ধে একা গড়ে তোলা সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়। কারাতের এই বক্তব্যকে অনেকে পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত করে দেখছেন। ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের মধ্যে জোট নিয়ে জল্পনা চলছে। তবে, কারাত স্পষ্ট করেছেন যে, ইন্ডি জোটের কাঠামো বৈধ প্রয়োগ নয়। কারাতের প্রস্তাবিত ‘ইন্ডি ধর্মনিরপেক্ষ মঞ্চ’ ধারণাটি বিরোধী দলগুলির মধ্যে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

প্রতীক্ষার অবসান, মহাকাশে পাড়ি দিল মাস্কের রকেট



রাখবেন তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। গত বছর থেকে মহাশূন্যে বন্দি থাকা দুই নভোচারকে ফেরাতে ‘ মাস্কের সাহায্য চেয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁকে এবিষয়ে আশুস্ত করেন টেসলা কর্তা। সেইমতই সুনীতাদের ফেরাতে প্রস্তুতি শুরু করে তাঁরা সংস্থা স্পেস এক্স। নাসার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘ মিশন’। গত ১২ মার্চ অর্থা বুধবার ভোর ৫টা ১৮ নাগাদ আমেরিকার কেনেডি স্পেস স্টেশার থেকে স্পেস এক্সের ফ্যালকন নাইন রকেট উক্ষেপণ করার কথা ছিল। এই মহাকাশযানে থাকার কথা ছিল আরও চার নভোচার, নাসার অ্যান ম্যাক্সেন এবং নিকোল অয়ার্স, জাপানের তাকুয়া ওশিশি এবং রাশিয়ার কিরিল পেসকভ। পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে, ওই চারজনকে গবেষণার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে একই মহাকাশযানে পৃথিবীতে ফিরবেন সুনীতারা। কিন্তু এই অভিযান শুরু হওয়ার আগেই বাতিল হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার ভোর প্রায় সাড়ে ৪টো নাগাদ স্পেস এক্স ও নাসা বিবৃতি দিয়ে জানায়, কেনেডি স্পেস স্টেশার থেকে ওড়ার কথা ছিল ফ্যালকন রকেট ৯-এর। কিন্তু রকেট লঞ্চপ্যাডের এক ক্রুটির কারণে এই মিশন বাতিল করা হয়েছে।

ট্রেন হাইজ্যাকে খুন হয়েছেন ২১৪ জন পণবন্দি সেনা! পাক ফৌজের দাবি উড়িয়ে নয়া বিবৃতি বালোচ বিদ্রোহীদের

১৫ মার্চ : পাকিস্তানের ট্রেন অপহরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা বিশ্বে। তুমুল লড়াই শেষে বালোচ লিবারেশন আর্মির (বিএলএ) উদ্ধারীদের হাত থেকে পণবন্দিদের উদ্ধার করে পাক সেনা। কিন্তু এখনও দু’পক্ষের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি কেই জায়গায় রয়েছে। পাক সেনার দাবি, সংঘর্ষে তাদের ২৬ জন জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু পাল্টা বালোচ বিদ্রোহীদের দাবি, একগুঁয়েমির জন্য ২১৪ জন পণবন্দিকে সেনাকে খুন করা হয়েছে। গত ১১ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) বালোচিস্তান প্রদেশের কোয়েটা থেকে খাইবার পাখতুনখায়া প্রদেশের পেশোয়ারে যাচ্ছিল যাত্রীবাহী জাফার এক্সপ্রেস। পাক সেনাকর্মী থেকে শুরু করে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ও নিরাপত্তা বাহিনীর অনেকই ছিলেন ওই ট্রেনে। সকাল ৯টা নাগাদ কোয়েটা থেকে ছাড়ে ট্রেনটি। এরপর দুপুর নাগাদ প্রায় ৫০০ যাত্রী-সহ এই ট্রেনের দশল নেয় বালোচ বিদ্রোহীরা। তাদের দাবি ছিল, ৪৮ ঘটীর মধ্যে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে

নবান্নে নওশাদের সঙ্গে বৈঠকের পরই সিদ্ধান্ত আগামী সপ্তাহে ফুরফুরা শরিফে মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চ : এলাকার কাজ নিয়ে সমস্যার কথা জানিয়ে গত সোমবার নবান্নে

সঙ্গে কথা বলবেন বলে খবর। এছাড়া ফুরফুরার উন্নয়ন নিয়েও আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা। গত



মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন আইএসএফের একমাত্র বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তার এক সপ্তাহ পরই ফুরফুরা শরিফ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, আগামী সোমবার বিকেলে ফুরফুরা শরিফে যাওয়ার কথা তাঁর। সেখানে দিয়ে ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা হুহা সিদ্দিকির

সোমবার বিকেলে আচমকাই নবান্নে উপস্থিত হতে দেখা গিয়েছিল ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে। প্রায় ২০ মিনিট ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। শোনা গিয়েছে, বিধানসভায় অধিবেশন চলাকালীনই তহবিল সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর

দুই জেলার ফল নিয়ে ভংসনা অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চ : চর্চাশয়ের লোকসভা ভোটে বাংলায় শাসনকারের ফল সামগ্রিকভাবে এমনকটাই ভালো। বেড়েছে সাংসদ নেতৃত্বের ভারচুয়াল বৈঠকে অভিষেকের মন্তব্য, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে অন্য দলকে সুযোগ করে দিয়েছেন। বিজেপি, কংগ্রেস তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ফলাফল হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর এবং বরাবরের কঠিন ক্ষেত্র মালদহে। দুই জেলাতেই দুটি করে আসনে তৃণমূলের হার হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের কাথি ও তমলুক, আসন বিজেপির দখলে গিয়েছে। মালদহের একটিতে বিজেপি, একটিতে কংগ্রেস জিতেছে। আর এই ফলের জন্য দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ী করলেন নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবকে। শনিবার ‘ভুতুড়ে’ ভোটার নিয়ে সর্বস্তরের কারিশম রীতিমতো ব্যাকফুটে যেভাবে আনেকটু জোর নিয়ে ঝাঁপলে এই আসন জিততাম। এছাড়া জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট আসনটিও জিতেতে পারেনি তৃণমূল। সেসব জেলা নেতৃত্বকেও কার্যত তুলোথোনা করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তমলুক, কাঁথির ফলাফল নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, পূর্ব মেদিনীপুরে বিশেষ নজর দিতে হবে। বৈঠক ডাকবা। ১৬ টির বিধানসভার মধ্যে ৯ টায় জিতেছি। চিহ্নিত করে ১২ টায় জিততে হবে।

বিতর্ক এড়ানোর চেষ্টা! আধার-ভোটার সংযুক্তিকরণে দ্রুত কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠকে কমিশন

নয়াদিল্লি, ভুতুড়ে ভোটার বিতর্ক এড়াতে মরিয়া নির্বাচন কমিশন। এই ইস্যুতে তৃণমূল রাস্তায় নামার পরই আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড সংযুক্তিকরণের তোড়জোড় শুরু করল নির্বাচন কমিশনে। আগামী সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনাররা। যদিও তৃণমূল স্পষ্ট বলছে, সবটাই মুখ বাঁচানোর চেষ্টা। ২০২১ সালে জনপ্রতিনিধি আইন সংশোধন করে আধারের সঙ্গে ভোটার কার্ড সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে কেন্দ্র। মূলত হেট প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ করতে নির্বাচনী আইনে ওই পরিবর্তনের সুপারিশ করে নির্বাচন কমিশনই। শুরু হয় আধার-ভোটার সংযুক্তিকরণ। যদিও সুপ্রিম কোর্টে ‘গোপনীয়তার অধিকার’ সংক্রান্ত মামলার কারণেই বাধ্যতামূলক করা হয়নি ভোটার-আধার সংযুক্তিকরণ। আপাতত বিষয়টি ‘তবে এবার কমিশন এই সংযুক্তিকরণের বিষয়টিতে গতি

আনতে চাইছে। সেকারণেই শুরু হচ্ছে হেডজোড়া।

সূত্রের খবর আগামী সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে এ



বিষয়ে বৈঠকে বসতে চলেছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বৈধ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জগেশ কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার কেন্দ্রীয় স্ট্রাটিজি সচিব সুবীর সিং সাকু, পরিচয়গো সচিব রাজীব মনি এবং UIDAI-এর সিইও ভ্রূনেশ কুমারকে আগামী ১৮ মার্চ বৈঠকে ডেকেছেন। তাতেই আধার-

ভোটার সংযুক্তিকরণে গতি আনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বস্ত্ত এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুতুড়ে ভোটার কার্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর কমিশন রীতিমতো ব্যাকফুটে যেভাবে একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটার থাকার একাধিক নজির প্রকাশ্যে আসাটিও চাপ বাড়িয়েছে কমিশনের উদ্য। যে কারণে এর আগে দিন বার বিবৃতি দিতে হয়েছে কমিশনকে। এবার আধার-ভোটার নিয়ে ঠেকৈ ডাকল কমিশন। যদিও তৃণমূল স্পষ্ট বলছে, কমিশন এসব করে আসলে মুখ বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তৃণমূলের রাজসভার উপদলনেতা সাগরিকা ঘোষের বক্তব্য, এসব করে কমিশন মুখ বাঁচতে চাইছে। সাগরিকার দাবি, আধার কার্ড ক্লোন করে ড্রুপস্টেক্টে এপিক কার্ড তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটার প্রমাণও আমাদের হাতে এসেছে। আধার কার্ড ক্লোন এপিক কার্ডকে কোনেওভাবে প্রচারিত করবে না সেটা কেন কমিশন বলতে পারছে না ?

বাংলাকে ছোট করার চেষ্টা’, বিজেপিকে নিশানা অভিষেকের



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মার্চ : সম্দেশখালি ও আর জি কর কাণ্ড নিয়ে গতবছর তালপাড়া হয়েছে রাজ্য-রাজনীতি। ঘটনার নিন্দা করলেও নেপথ্যে বিজেপির চক্রান্ত বলেই ভারচুয়াল বৈঠক থেকে দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, দেশের সামনে বাংলাকে ছোট করার চেষ্টা হয়েছে। শনিবার ক্যামাক স্ট্রিট থেকে দলের সর্বস্তরের নেতাদের সঙ্গে ভারচুয়াল বৈঠক করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাফিশের নির্বাচনে দলের কর্মীদের আরও চাপ্পা করতে একাধিক নির্দেশ দেন তিনি। ভুতুড়ে ভোটার থেকে শুরু করে গত লোকসভা নির্বাচনের খামতি, সব বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। একাধিক সিদ্ধান্ত জানান। এদিনের বৈঠকেও ওঠে সম্দেশখালি ও আর জি কর ইস্যু। সেখানেই সম্দেশখালি কাণ্ড বাংলাকে কলুষিত করতে বিজেপির চক্রান্ত বলেই দাবি করেন তিনি। আর জি কর কাণ্ড নিন্দনীয় বলে মন্তব্য করলেও এর নেপথ্যেও বিরোধীদের হাত রয়েছে বলেই দাবি করলেন অভিষেক। বলেন, দেশের কাছে বাংলাকে ছোট করার চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গত, আর জি কর কাণ্ড নিয়ে আগেও সরব হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দৌধীর শান্তির দাবি করেছেন। গোটা ঘটনাকে বিরোধীরা রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করছে বলে বারবার দাবি করেছেন অভিষেক। এদিনও সেই সূরই শোনা গেল তৃণমূল সেনাপতির গলায়। যদিও দৃশ্ট করেই এদিন দাবি করলেন, চক্রান্ত করে বাংলাকে দেশের সামনে ছোট করার চেষ্টা করলেও, লাভ হবে না। বাংলাকে কলুষিত করা যাবে না। উল্লেখ্য, রোন দুর্নীত মামলাকে কেন্দ্র করে ২০২৪ সালে উদ্ভাল হয়ে ওঠে সম্দেশখালি। ওই এলাকার বান্দশ শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে আক্রান্ত হন ইডি আধিকারিকরা। এরপর দীর্ঘদিন ফেয়ার ছিলেন শাহজাহান। এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে জমি-ভেড়ি দখল, মহিলাদের উপর অত্যাচার-সহ একাধিক অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে চাঞ্চল্যকর অডিও ক্লিপ প্রকাশ্যে আসে। সেখানে দাবি করা হয়, বিজেপির চক্রান্তেই নাকি শাহজাহানের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগের বুলি সাজিয়েছেন সম্দেশখালির মহিলাদের একাংশ। এদিকে গতবছর আগস্ট মাসে কর্তব্যরত অবস্থায় আর জি কর হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুন করা হয় এক তরুণী চিকিৎসককে। সেই ইস্যুকে নিয়ে বিরোধীরা নিজেদের মতো করে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন বলেও অভিযোগ ওঠে। ধর্ষণের ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজনকে দৌধী সাব্যস্ত করেছে আদালত। তাঁকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকায় ‘ভুতুড়ে’ ধরতে আরও কড়া পদক্ষেপের পথে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দলের সর্বস্তরের নেতৃত্বের নিলে ভারচুয়াল বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানানেন তিনি। দেশের তরফে ইলেক্টোরাল রোল সুপারভাইজার নিয়োগে করা হবে। জেলা স্তর, ব্লক স্তর, টাউন স্তর, পঞ্চায়েত স্তর, ওয়ার্ড স্তর, বুথ স্তর পর্যন্ত কমিটি তৈরি হবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নথি পরীক্ষার কাজ চলবে। সম্দেশ হলই নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীকে তার তথ্য দিতে হবে। পঞ্চায়েত স্তরে এই কমিটির নাম হবে পিহআরএস (পঞ্চায়েত ইলেক্টোরাল রোল সুপারভাইজার)। টাউন কমিটির নাম টিআরএস (টাউন ইলেক্টোরাল রোল সুপারভাইজার)। শনিবার ক্যামাক স্ট্রিটের পার্টি অফিসে ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত বৈঠকের ডাক দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যজুড়ে দলের প্রায় সর্বস্তরের নেতামেন্দ্রীকে সেই বৈঠকে ভারচুয়ালি যোগদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেইমতো এদিন নির্দিষ্ট সময়ে ভোটার তালিকায় ‘খুঁজতে শুরু হয় বৈঠক। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ একসঙ্গে বৈঠকে যোগ দিতে হাজির হন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য সভাপতি সুরত বস্তু।

গান্ধীজির দৌহিত্রকে গ্রেপ্তারের দাবি বিজেপির, ক্ষমা চাইতে নারাজ তুষার

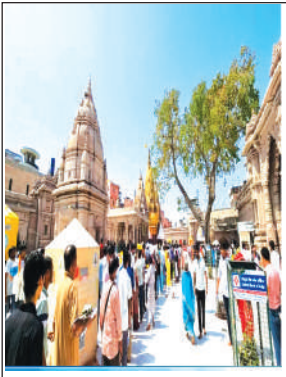
নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : বিজেপি ও সংঘ পরিবার নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জের। মহাত্মা গান্ধীর প্রপৌত্র অর্থাৎ, নাতির ছেলে তুষার গান্ধীকে গ্রেপ্তারের দাবি জানাল গেরুয়া শিবির। সম্প্রতি কেরলের তিরুবনন্তপুরমে নোয়াগুন্স্বরে প্রয়াত গান্ধীবাদী পি গোপীনাথন নায়ায়ের একটি মূর্তি উন্মোচনের সময়ে বিজেপি এবং আরএসএস সম্পর্কে তুষার গান্ধী বলেছিলেন, দুই ‘বিপজ্জনক এবং ছলনাময় শত্রু’ কেবলে প্রশ্নে করেছেন। আরএসএস-কে তিনি ‘ বলেও উল্লেখ করেছিলেন। এর পর তাঁর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি-আরএসএস কর্মীরা। তার পরও শুক্রবার, তুষার গান্ধী জানিয়েছেন, ওই বক্তব্য তিনি প্রত্যাহার করবেন না বা তার জন্য ক্ষমা চাইবেন না। এই প্রেক্ষিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করার দাবি জানাল গেরুয়া শিবির। বুধবার মহাত্মা গান্ধীর প্রপৌত্র তিরুবনন্তপুরমের সভায় জানান, কেরলের দুই জেট এলডিএক এবং ইউডিএফের দায়িত্ব হল বিজেপি এবং আরএসএসকে রূপে দেওয়া। তুষারের বক্তব্য ছিল, বিজেপিকে আমরা হারাতে পারি। তবে আরএসএস হল বিশ্ব। সেই বিশ্ব ছড়িয়ে পড়া থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সংয়ের আদর্শ আমাদের সিস্টেমে ঢুকে গেলে সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তিনি স্পষ্ট বলে দেন, আরএসএস ব্রিটিশদের থেকেও ভয়ঙ্কর। এদের হাতে ক্ষমতা গেলে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যাবে। তুষারের ওই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া আসে গেরুয়া শিবিরের তরফে। তুষারের গাড়ির সামনে বিক্ষোভও দেখান বিজেপি ও আরএসএসের কর্মীরা। এমনকী গান্ধী প্রপৌত্রের প্রেণ্ডারির দাবিও জানানো হয়। প্রাক্তন কেণ্ড্রীয় মন্ত্রী দি মুরলীধরনের বক্তব্য, তুষার গান্ধীজির নাম ভাঙিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করছেন। এই মন্তব্যের জন্য তাঁকে প্রেণ্ডারি করে উচিত। যদিও তুষার এত কিছুই পরও নিজের মন্তব্যে অনা। শুক্রবার কোচির কাছে আলুভায় এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তুষার সাফ বলেছেন, ওই বক্তব্য প্রত্যাহার করা বা তার জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই নেই। এভাবেই ‘গান্ধার দের মুখোশ খুলে দেবেন তিনি। তুষারের আশঙ্কা গান্ধী প্রপিতামহ মহাত্মা গান্ধীর মতো তাঁকেও গুলি করা হতে পারে।



মানবাধিকার লঙ্ঘন করেননি। তাঁরা মহিলা ও বয়স্ক মানুষদের ও অন্যান্য পরিবারকে কোয়েটার মেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। বালোচিস্তানের বহু মানুষকে গুম করে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মুক্তির দাবিতেই বহু সেনা

করার জন্য করে। এই পরিস্থিতিতে বালোচিস্তানের স্বাধীনতার জন্য ভারত ও পশ্চিমী শক্তিশক্তির সহযোগিতা করা উচিত। প্রসঙ্গত, এই জাফার এক্সপ্রেসই প্রথম নয়, অতীতেও বহুবার বড়সড় হামলা

হোলির দ্বিতীয় দিনেও ভক্তদের ভিড় কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে



বারণসী, ১৫ মার্চ : শনিবার হোলির দ্বিতীয় দিনেও ভক্তদের ভিড় দেখা গেল কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে। এদিন মন্দিরে মঙ্গলারতির পর মধ্যাহ্নভোগে আরতি পর্যন্ত প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়।উল্লেখ্য, শুধু স্থানীয় ভক্তরাই নয়, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পুণ্যাথীরাও এসেছিলেন। তাঁদের সংখ্যাই ছিল বেশি। প্রসঙ্গত, এর আগেও হোলি উপলক্ষে বিপুল সংখ্যক ভক্তসমাগম হয়েছিল কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিপ্লবঃ সুকান্ত মজুমদার



নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চঃজাতীয় শিক্ষা নীতির পক্ষে ফের সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।একইসঙ্গে জাতীয় শিক্ষা নীতি নিয়ে যাবতীয় অভিযোগও খন্ডন করেছেন তিনি। সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, জাতীয় শিক্ষা নীতি ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিপ্লব।বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজ়মদার বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে গেরক্ষা অথবা সমুজ্জ্ব কিছূই নেই।সুকান্ত জোর দিয়ে বলেছেন, জাতীয় শিক্ষা নীতি ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিপ্লব। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে মূলত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে তামিল। অষ্টম শ্রেণীর পর, একজন শিক্ষার্থী তৃতীয় ভাষা হিসেবে অধ্যয়নের জন্য ২২টি ভাষার তালিকা থেকে যে কোনও ভাষা বেছে নিতে পারে।

এবার তেজস্বী যাদব হবেন মুখ্যমন্ত্রী, আশাবাদী তেজপ্রতাপ

পাটনা, ১৫ মার্চ : এবার তেজস্বী যাদব হবেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী, এ বিষয়ে আশাবাদী তাঁর দাদা তথা আরজেডি নেতা তেজপ্রতাপ যাদব। শনিবার রঙের উৎসবে হোলি উদ্‌যাপন করেন তেজপ্রতাপ, পাটনায় নিজেরা বাড়িতে রঙের উসবে মেতে ওঠেন তিনি। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে রং খেলেন তেজ প্রতাপ। গান গাইতেও শোনা যায়।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেজ প্রতাপ যাবব বলেছেন, শান্তিপূর্ণভাবে হোলি উদ্‌যাপন করুন, এটা একপ্রকার নিশ্চিত যে তেজস্বী যাদব এবার মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন।

সাফল্য পুলিশের, পঞ্জাবের মোগায় শিবসেনা নেতা খুনে ধৃত ৩ অভিযুক্ত

মোগা, ১৫ মার্চ : পঞ্জাবের মোগায় শিবসেনা নেতা খুনের ঘটনায় ৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। পুলিশ ও দুস্তুতীদের মধ্যে গুলি বিনিময়ের পর শিবসেনা নেতা মঙ্গত রাম (৫৩) হত্যা মামলায় তিন অভিযুক্ত, যথাক্রমে অরুণ গুপ্তগ্রীভ সিং, অরুণ বাবু সিং এবং রাজবীর অশোক কুমারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিন অভিযুক্তকেই চিকিৎসার জন্য মালউটের সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে খুন হন ওই শিবসেনা নেতা। বাঘিয়ানা বস্তি এলাকায় মুদির দোকানে কিছু কিনতে যাওয়ার সময় কমপক্ষে তিনজন বাইক আরোহী দলুস্ত্রী তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা

ইলেকট্রনিক্স ভারতে দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানি পণ্য হয়ে উঠেছেঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

চেন্নাই, ১৫ মার্চ : একদিনের তামিলনাড়ু সফরে রয়েছেন কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য সম্প্রচার ও ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব শনিবার চেন্নাইয়ে একটি ইলেকট্রনিক্স কারখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব



বলেছেন, আমি আজ একটি ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন কারখানা

শিলান্যাস করতে এসেছি। ইলেকট্রনিক্স ভারতে দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানি পণ্য হয়ে উঠেছো।ওয়েব বৈষ্ণব আরও বলেছেন, আমরা তামিলনাড়ুকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছি। আমরা ইলেকট্রনিক্স শিল্পকে সুবিধা দিয়ে উৎসাহিত করেছি। আমি

হাইপারলুপ সুবিধাও দেখতে যাচ্ছি। এটি এক টি নতুন আবিষ্কার যা রেলওয়ে এবং আইআইটি মাদ্রাজ তৈরি করছে। এটি একটি পরীক্ষামূলক পর্যায়ের রয়েছে। এটি আইআইটি র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ এবং রেলওয়ে তা সমর্থন করছে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে আশাবাদ দেখছেন উপ দূতবাসের নয়া প্রথম সচিব

কলকাতা, ১৫ মার্চ :সম্প্রতি কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতবাসে প্রথম সচিব (প্রেস)-এর দায়িত্ব নিয়েছেন তারিকুল ইসলাম তুঁইয়া ওরফে তারিক চয়ন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদলের পর কয়েক মাস পদটি শূন্য ছিল। পেশায় সাংবাদিক ছিলেন তারিকা। তার বিশ্ণাস, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আশাবাদের মধ্যেই উন্নীত হবে।শনিবার নিজস্ব বাসভবনে একান্ত সাক্ষাৎকারে ‘১০-এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এ (এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ) তারিক জানান,

কুমিল্লায় ছাত্রজীবনেই লেখালেখির হাতেখড়ি। ২০১২ থেকে তাঁর পুরোদস্তর সাংবাদিক জীবন। প্রথমে ‘ তারপর (’১৩-’১৬) ‘ তার পর বছর দুই ‘ কালের কন্ঠ ’-র ইংরেজি সংস্করণে, তার পর আরও বছর দুই ‘ মানবজবিনকাজ করেছেন।জন্ম কুমিল্লায়। ঠাকুরদা-বাবা কট্টর মৌলবাদী সংগঠন জামায়েত ইসলামির বা নেতা ছিলেন। আওয়ামী লিগের কট্টর বিরোধী এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মহম্মদ ইউনূসের স্নেহভাজন হিসাবে বহু বছর ধরেই

পরিচিতি আছে তারিকের।এ প্রসঙ্গে তারিক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যাকালীন বিএনপি-র ছাত্র সংগঠন করতাম। সাংবাদিকতায় আসার পর রাজনীতির সঙ্গে যোগ ছিলো না।ডঃ ইউনূসের একাধিক বিদেশসফরে সঙ্গী হয়েছেন তারিকা।এ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যা, তিনি ক্ষমতায় আসার পর সুস্থের পায়রা হয়ে তাঁর সফরসঙ্গী হইনি। পালাবদলের আগে যখন ডঃ ইউনূস নানাভাবে চরম আক্রমণের শিকার হচ্ছিলেন, সেই অবস্থায় ‘১৩-এ মালয়েশিয়া এবং ‘১৪-এ ফিলিপিন্স তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছি।

তাঁর একাধিক সাক্ষাকার নিয়েছি।ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তারিক চয়ন ডঃ ইউনূসের সুরেই বলেন, বাংলাদেশের বৃহ প্রতিবেশি দেশ ভারত। দু’দেশের সম্পর্ক ভালো আছে, থাকবে। এই সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারটা কোনওভাবে উল্লেখ্য করা যাবে না। আশাবাদের মধ্যেই উন্নীত হবে বলে মনে করেন তিনি।প্রসঙ্গত, তারিক চয়নের স্ত্রী ইশরাত তারিককে বাংলাদেশ সরকার সহকারী অ্যান্টিনি জেনারেল হিসাবে নিয়োগ করেছে।

উপভোক্তাদের বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত রাখতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধঃপ্রহ্লাদ যোশী



নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : উপভোক্তাদের বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্র্তি প্রহ্লাদ যোশী শনিবার বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার উপভোক্তাদের সু-জ্ঞাত করতে এবং বিভ্রান্তি থেকে

সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ব উপভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এদিন একটি ওয়েবিনারে ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যোশী।তিনি জোর দিয়ে বলেন, সরকার উপভোক্তা ক্ষমতায়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, ২০২০ সালের উপভোক্তা সুরক্ষা (ই-কমার্স) বিধিমালা ই-কমার্স ক্ষেত্রে অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন থেকে গ্রাহকদের রক্ষা করতে সাহায্য করেছে।

ফতেহপুরে শ্রৌচ খুনের ফতেহপুর জেলার হাতগাঁও থানা এলাকায় এক শ্রৌচ খুনের রহস্যর কিনারা করল পুলিশ। শনিবার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, গত ১১ মার্চ ইরাদতপুর ধামি গ্রামে ধারালো

অস্ত্রের আঘাতে রামবরন সিং (৫০)-কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ঘটনার তদন্তে পুলিশ একটি বিশেষ দল গঠন করে।এক পুলিশ আধিকারিক জানান, তদন্তে মৃতের ছোট ভাই শিববরন সিং ও পুরওয়া

ট্রমা সেন্টারে রোগীর মৃত্যু ঘিরে হটগোল, নিরাপত্তার দাবিতে চিকিৎসকদের কর্মবিরতি



যানা কিছুক্ষণ পরে ফের দীনেশের অবস্থার অবনতি হলে তাঁরা আবার হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তখন চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।এরপরই মৃতের পরিবারের সদস্যরা ক্ষুব্ধ হয়ে চিকিৎসক ও

পাচ্ছেন না কৃষকরা

ভানুক ও যাত্রাডাল্ডা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি জমিতে প্রতি বছরের মতো এবারও আলুর চাষ করেছে বহু প্রান্তিক কৃষক। তাদের মধ্যে একাংশ আলুচাষি আগেজাচেই জমি থেকে আলু তুলতে শুরু

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পূজো দিলেন হেমা, বললেন নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে



পুরী, ১৫ মার্চ : পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পূজা দিলেন প্রবীণ অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী। শনিবার সকালে জগন্নাথ মন্দিরে আসেন হেমা, তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি সাংসদ সৈথি পাত্রও। যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় জগন্নাথ দেবের পূজার্চনা করেছেন বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী।পূজা দেওয়ার পর হেমা মালিনী বলেছেন, জগন্নাথ পুরীতে হোলি উদযাপন করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ওড়িশা সরকার, জনগণ এবং সৈথি পাত্রকে এই আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

হোলি এমন একটি উৎসব যা সকল বৈষম্য দূর করে ঃবিজয় সিনহা

পাটনা, ১৫ মার্চ ঃরঙের উৎসবে মেতে উঠলেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা। শনিবার পাটনায় নিজ বাসভবনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হোলি উদযাপন করেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা। তিনি বলেছেন, আমাদের সনাতন সংস্কৃতি প্রকৃতির উপর ভিত্তিশীল। হোলি এমন একটি উৎসব যা সকল বৈষম্য দূর করে এবং সবাই একা ও সম্প্রীতিতে মেতে তা উদযাপন করো।মুন্দেরের এসএসআই সন্তোষ কুমার সিংয়ের মৃত্যু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক। সরকার কটোর ব্যবস্হ নেবে... আমরা এমন লোকদের ছাড়ব না, যারা মনে করে যে তারা প্রশাসনকে দমন করতে পারবে, প্রশাসন প্রয়োজনে এনাকউটার করতে পারে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

আসাম বঙ্গীয় জ্যোতিষ এন্ড তন্ত্র সোসাইটির পরিচালনায় ৩৮ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন নৈহাটিতে



প্রশান্ত দাশগুপ্তঃআসাম বঙ্গীয় জ্যোতিষ এন্ড তন্ত্র সোসাইটির পরিচালনায় নৈহাটি একতান মঞ্চে সাতদশেরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৩৮ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন-২০২৫, আন্তর্জাতিকে এই মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিস্টিন্ট জজ অসীম দেবনাথ, কলকাতা হাইকোর্টে প্রাক্তন বিচারপতি সুবল বৈদ্য, অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এড ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তথা বার কাউন্সিলের সেক্রেটারি জয়ীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নেপাল থেকে এসেছিলেন জ্যোতির্বিদ রাজ সিং, প্রখ্যাত জ্যোতিষীদের মধ্যে লাৰণা চক্রবর্তী, প্রবীরানন্দজী, অনিমে শাস্ত্রী, নির্মল দেবনাথ, বাপন ভারতী, ব্রজ গোপাল ঘোষ, আসাম থেকে এসেছিলেন জ্যোতিষী বিশ্বনাথ শাস্ত্রী, রাজারহাট থেকে এসেছিলেন শুভ বসু, কলকাতা থেকে এসেছিলেন চন্দ্রানী ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য জ্যোতিষীবৃন্দ। বৈশিৱভাগ জ্যোতিষীরাই এসেছিলেন কলকাতা থেকে। শতাধিক জ্যোতিষীদের আগমনে এক আনন্দ মেলাৱ ন্যায় খুব ভালোভাবে জমে উঠেছিল জ্যোতিষীদের এই মহা সম্মেলন। প্রত্যেক জ্যোতিষী তাদের মতামত ও জ্যোতিষপথের নানা ভাবনা ও নানা আলোচনা তাদের বক্তব্যে ব্যাখ্যা দেন। উঠে আসে নানান জ্যোতিষীদের নানান মত ও পথের কথা। সমগ্র সম্মেলন ও সেমিনার তথা অনুষ্ঠান যার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হলো, তিনি হলেন আসাম বঙ্গীয় জ্যোতিষ অ্যান্ড তন্ত্র সোসাইটির কর্ণধার ও তান্ত্রিকচার্য অধ্যাপক সুবীর কুমার বসু। এদিনের অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক সাক্ষাৎসম্মেলন ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব পালন করেন সন্দীপ বসু।সহযোগিতায় ছিলেন গোপা বসু, সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পূজা বসু।

সিআরপিএফ-এর উদ্যোগে, কাঠুয়ায় স্বাস্থ্য সুবিধা পেলেন সাধারণ মানুষ



কাঠুয়া, ১৫ মার্চ ঃজম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করলো সিআরপিএফ। সিআরপিএফ-এর উদ্যোগে শনিবার কাঠুয়ার জগপুরে স্বাস্থ্য শিবির খোলা হয়। জগপুরে এদিন সিআরপিএফ-এর পক্ষ থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা স্থানীয় বাসিন্দাদের পরীক্ষা করেন এবং চিকিৎসা পরামর্শের পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করেন।সিআরপিএফের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড রাকেশ কুমার বলেন, এটি আমাদের নাগরিক কর্মসূচি মধ্য একটি ১২১-তম ব্যাটালিয়ন নিয়মিতভাবে এই কর্মসূচি আয়োজন করে, যার মধ্যে শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণের মতো কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

দোলের পরের দিনও রঙিন কলকাতা, মালদা ও বর্ধমানেও রং খেললেন অনেকেই

কলকাতা, ১৫ মার্চ : এই বছর দোল ও হোলি একই দিনে পড়ায় আলাদা করে শনিবার হোলির উৎসব কলকাতায় তেমনটা চোখে পড়েনি। তবুও মহানগরীর কয়েকটি স্থানে রং খেলতে দেখা গেছে অনেকেরই। সর্বত্রই পুলিশের বাড়তি তত্ত্বাবধা ছিল। রাস্তা-ঘাটে যানবাহনের সংখ্যাও এদিন ছিল অন্য দিনের তুলনায় বেশ খানিকটা কম।গত শুক্রবার বসন্তের রঙে রেঙে উঠেছিল সারা দেশ। কিন্তু বর্ধমানে সেই দিনটি নির্দিষ্ট থাকে দেবতারদের দোল খেলার জন্য। দোলের দিন দেবতাদের পায়ে রং দেন সাধারন মানুষ। পরেরদিন দোল খেলেন বর্ধমানের মানুষজন। মালদায় রঙের উৎসব উদযাপিত হয়েছে দুই দিন। শনিবারও সমগ্র জেলা জুড়ে চলে রঙের উৎসব। মেতে ওঠেন আট থেকে আশি।

কলকাতা, ১৫ মার্চ : শনিবার দলের সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি এবং নেতাদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠককেছিলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই তিনি জানিয়ে দেন, তাঁর অফিসের ও আইপ্যাকের নাম করে পদ পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে বলে এমন অকেচ অভিযোগ এসেছে। তিনি বলেন, নম্বর দিচ্ছে, যদি কেউ বলে আইপ্যাক থেকে এসেছি, এই নম্বরে (৮১৪২৬৮১৪২৬) তেরিফাই করবেন।

দুর্ঘট বার্তা

১৬ মার্চের পর বদলাবে আবহাওয়া, শুষ্ক হয়ে উঠবে জম্মু ও কাশ্মীর

শ্রীনগর, ১৫ মার্চ : আজ,রবিবার, ১৬ মার্চ পর্যন্ত নিরিবিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হবে জম্মু ও কাশ্মীরে, কোথাও কোথাও তুষারপাতও হতে পারে। শনিবার সকালেই হালকা তুষারপাত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামাতে, তুষারপাতের পর সৌন্দর্য্য আরও বেড়ে উঠেছে। তবে, ১৬ মার্চ বিকেলের পর থেকেই বদলাবে আবহাওয়া। ১৭-২৪ মার্চ পর্যন্ত আবারও শুষ্ক হয়ে উঠবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। শুধুমাত্র ১৯ মার্চ আংশিক মেঘলা থাকবে আকাশ।আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৬ মার্চ দুপুরের পর থেকে বৃষ্টি কমবে জম্মু ও কাশ্মীরে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজীঃ ১৬ মার্চ ২০২৫, ৫৬৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ১চৈত্র চান্দ্রঃ ৬ বৌদিপমাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাহ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৫০ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৯ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈত্রেঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২৮ ফাল্গুন মাঘ, মুসলিমঃ ৫-শা-না-১৪৪৬ হিজরী।শীতলীঃ মষ্ঠীসূত্র উন্নয়ঃসকাল ০৫ঃ১৬ঃ৫০ এবং অন্তঃরািকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উন্নয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অন্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্র পক্ষ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা)।শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৬ দং ৫৭৬০ঃ২.৫ পর্যন্তক্ষত্রঃঅশ্বিনী।রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪ঃ২০ পর্যন্ত পরে ভরনীরকরণঃরাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬ঃ২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৬ঃ০৬ঃ৫৭ দং ২২৬১ঃ২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ০৫ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবোলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১১ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত।কালবোলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহঃসূরি (সূর্য উদয় কালীনা)ঃ রবিঃ৯২ঃ০৩৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১ঃ৫০ঃ২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২ঃ৬২ঃ২০ (৭) ২ পদবৃঃ ৯২ঃ১৫ঃ১৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১ঃ৭৪ঃ১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১ঃ৩৬ঃ৮৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০ঃ২০ঃ৪৪ঃ২৩ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১ঃ৪৩ঃ৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭ঃ৪৩ঃ৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত।কুহু রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত।মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত।মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত।বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত।মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত।কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৫৪ পর্যন্ত।সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত।কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত।তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত।বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত।ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে আরও বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। স্বাভাবিকের থেকে তাপমাত্রা। স্বাভাবিকের থেকে অনেকটা বেশি। পশ্চিমের কিছু জেলায় তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। সেখানে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শনিবার কলকাতার ন্যূনতম তাপমাত্রা ছিল ২৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৭ ডিগ্রি বেশি।আগামী ২-৩ দিন দক্ষিণবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে। রবিবার তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের দু’-এক জায়গায়। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকতে পারে। আগামী সোমবার পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমানের দু’-এক জায়গায় তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে জেলায়ও থাকবে গরম। জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা ৫০মিনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৫টা ৪৭মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৫মিনিট

জেটি ঘাটের যাতায়াতে কষ্ট

দূরস্বভার্ভা, ১৫ মার্চ ঃ জেটি ঘাটের অভাবে বিপদজনক ভাবে যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকার মানুষকে সাগরের ঘোড়ামারায়। জেটি ঘাটের অভাবে বিপদজনক ভাবে যাতায়াত করছে এলাকার মানুষকে সাগরে। চারিদিকে জল দিয়ে ঘেরা একটি বিছিন্ন দ্বীপ সাগরের ঘোড়ামারা চারিদিকে জলের মাঝে বহু বছর আগে জেগে ওঠা একটা দ্বীপ এই ঘোড়ামারা। এখানে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হল ভুটভুটি। কিন্তু এই ভুটভুটি করে দ্বীপে নামার জন্য কোনও জেটিঘাট নেই। ফলে স্থানীয়দের বিপজ্জনক ভাবেই ভুটভুটিতে ওঠানামা করতে হয়। বিশেষত ছোট শিশু ও বয়স্কদের ভুটভুটি থেকে ওঠাতে বা নামাতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা তৈরি হয়। এমনকী মালপত্র নামানো ও তোলার ক্ষেত্রেও সমস্যা হয় দ্বীপের ভাঙন সমস্যার কারণে দীর্ঘদিন ধরে এখানে কোনও জেটিঘাট তৈরি করা হয়নি। প্রায় ২৫ বছর আগে এই এলাকায় একটি জেটিঘাট নির্মাণ করা হয়েছিল। তার আগেও একটি জেটিঘাট ছিল। কিন্তু সেই দুটি ঘাট মুড়িগঙ্গা নদীর গর্ভে চলে গিয়েছে। এখানে শুধু যে ঘাটের সমস্যা তা নয়। দ্বীপ রয়েছে একাধিক অসুবিধা মাকেমধ্যেই এখানে বর্ধ ভেঙে জল ঢুকে পড়ে।প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে দ্বীপের বাসিন্দারা খুবই অসুবিধায় পড়েন বলে জানানলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।বর্তমানে এই দ্বীপের মন্দিরতলা এলাকায় ভুটভুটি এসে দাঁড়ায়। যাত্রীদের খুবই কষ্ট করে ওঠানামা করতে হয় ভাটার সময় আবার কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হয়। স্থানীয়দের দাবি রায়গাড়ার কাছে কিছুটা চর পড়ছে সেখানে একটি জেটিঘাট নির্মাণ করা হলে খুবই সুবিধা হয়।এ ব্যাপারে স্থানীয় ঘোড়ামারা পঞ্চায়েত প্রধান বিয়টি দেকার আশ্বাস দেন।আর কবে এখানে জেটি ঘাট নির্মাণ হয় সেদিকে তাকিয়ে এলাকার মানুষজন।

যোগেশচন্দ্র কলেজে উত্তেজনা

দূরস্বভার্ভা, ১৫ মার্চ ঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ চত্বরে আবার উত্তেজনা। গম্ভগোলের জেরে বুধবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এ দিন দুপুর ৩টো থেকে ১৫ মার্চ, শনিবার পর্যন্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ডে কলেজ বন্ধ থাকবে। আবার কলেজ খুলবে ১৭ মার্চ, সোমবার। এ দিন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী আইন কলেজের পরিচালন সমিতির সভানেত্রী, তৃণমূল সাংসদ মালা রায় পরিচালন সমিতির বৈঠকের জন্য কলেজে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। বহিরাগত-প্রবেশ নিয়ে অভিযোগ জানান পড়ুয়ারা। এর পরে কলেজ থেকে বেরিয়ে যান মালা। তার পরে আইন কলেজ এবং ডে কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে বচসার সৃষ্টি হয় রং খেলাকে ঘিরে। জোর করে রং দেওয়ার অভিযোগ ও ওঠে। পড়ুয়াদের অভিযোগ, বহিরাগতেরা ফের কলেজের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। প্রসঙ্গত, গত মাসেই এই কলেজে সরস্বতী পুজো ঘিরে বহিরাগত-প্রবেশের বিষয়ে অভিযোগ উঠেছিল। পুজোর দিন কলেজের পড়ুয়াদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন শিক্ষামন্ত্রী।

ভিন রাজ্য থেকে অস্ত্র বাংলায় প্রবেশ

দূরস্বভার্ভা, ১৫ মার্চ ঃ বিহারের পরে এ বার ওড়িশায়। সেখানে বেআইনি অস্ত্র তৈরির কারখানায় হানা দিল কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। সুত্রের খবর, বৃহৎপরিবার সকালে ওড়িশা পুলিশের এসটিএফকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা পুলিশ হানা দেয় কৃষ্ণের বড় ধুলেশ্বর নামের একটি গ্রামে। সেখানে লেদ কারখানার আড়ালে চলছিল অস্ত্র তৈরির কারখানা। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ চার জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম মহম্মদ আজম, শরৎসন্দ্য দািব, মহম্মদ আবিদ হোসেন এবং মহম্মদ সামশের আলম। উদ্ধার করা হয়েছে ২৯টি অর্ধদামাশু ৭.৬৫ এমএম গিলন্তল, ৮০টি অর্ধদামাশু গিলন্তের খোল-সহ প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রের যন্ত্রাংশ। সেই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে লেদ মেশিন, ড্রিলিং মেশিন-সহ অস্ত্র তৈরির বিভিন্ন কাঁচামাল। আজমের বাড়ি হাওড়ায় হলেও সে ওই বেআইনি কারখানার মালিক বলে পুলিশ জানিয়েছে। বাকিদের বাড়ি বিহারের মৃঙ্গেরে। তারা অস্ত্র তৈরিতে সিদ্ধহস্ত বলে পুলিশের দাবি। এর আগে বিহারে বহু বার বেআইনি অস্ত্র কারখানায় হানা দিরাছিল কলকাতা পুলিশ। তবে এ বাইে প্রথম ওড়িশায় ওই কারখানার সন্ধান মিলব বলে পুলিশের দাবি। ওড়িশা পুলিশের তরফে স্থানীয় থানায় অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।। গোটা ঘটনার দিকে পুলিশ তীব্রন নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। যেভাবে ভিন রাজ্য থেকে অস্ত্র বাংলায় ঢুকতে শুরু করেছে তাতে চিন্তিত পুলিশ প্রশাসন।

নববারাকপুরে দোল উৎসব

দূরস্বভার্ভা, ১৫ মার্চ ঃ ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল লাগল যে দোল। ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছে যে দান। নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল। বসন্তের ভিন্ন গান নাচ সাথে রং বেরঙের আবির্বে মাতোয়ারা নববারাকপুর পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের প্রভাতফেরি। পবিত্র দোল উৎসব উপলক্ষে শুক্রবার সকালে নববারাকপুর পুরসভার ৮নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক বর্ণ্যাঢ় বনময় সুসজ্জিত প্রভাতফেরি স্থানীয় দেবশিাস অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে শুরু করে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে প্রভাতী আলোড়ন ফেলে দেয় এদিন। বসন্তের রং বেরঙের আবির্বে এর সাথে ওয়ার্ডের সদস্যরা বসন্তের গান ধরে বসন্তের গুভেচ্ছা এলাকাবাসীদের অভিনন্দন জানান হয়। শুরুতে বিষ্ককবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিচ্ছবিতো মেলা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পূর্ণপ্রধান প্রবীর সাহা সাথে ছিলেন পর প্রতিনিধি শোভা রায় সহ ওয়ার্ডের মহিলারা।কচিকাচা থেকে ওয়ার্ডের মা মাসিমারা প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করে। দোল ও বসন্তোৎসবে পুরসভার ১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ডেও হয় বনময় বর্ণ্যাঢ় শোভাযাত্রা। অন্যদিকে নববারাকপুর শ্রী অরবিন্দ একাডেমী কিন্ডার গার্টেন স্কুলে বসন্ত উৎসব ঘিরে কচিকাচাদের উদ্দামনা উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।। বসন্তের আগমনে কচিকাচাদের মনে রং লাগে। আনন্দঘন অনুষ্ঠানে নববারাকপুর পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডে স্নানামধন্য শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রী অরবিন্দ একাডেমী কিন্ডার



গার্টেন স্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে হল অনাবিল বসন্ত উৎসব। বসন্ত উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে স্কুল পড়ুয়া ও অভিভাবকদের সাথে নিয়ে হল সুসজ্জিত বনময় শোভাযাত্রা। বসন্তের ভিন্ন গানের সাথে নাচ এক সুন্দর পোষাকে অনুষ্ঠানে মাতলেন বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়ারা থেকে শিক্ষিকারা। সকাল থেকে ছোটদের মধ্যে সাজে সাজে রব ছিল। দোল উৎসব বলে কথা। ছোটরা সবচেয়ে বেশি আনন্দ উপভোগ করেছে। তারা তো হলদু রংয়ের পাড়ি পরে এবং হলদু রংয়ের পাঞ্জাবি পরে এসেছে। দেখতে তাদেরকে খুবই সুন্দর লাগছিল। মনে হচ্ছিল চারিদিকে ফাগুন এসে ধরা দিয়েছে। দোল পূর্ণিমার দিনটিকে পবিত্র করতে এদিন ঘরে ঘরে রাধা কৃষ্ণের পূজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। সঙ্গে দোলাপোয়া এবং ঘি পোয়া। ঘি পোয়া শুধু দোলের দিনই পাওয়া যায়। অন্য কালেও উৎসবে ঘি পোয়া হয় না।

একদিনের ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা

দূরস্বভার্ভা, ১৫ মার্চ ঃ এক দিনের ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা হয়ে গেল জয়নগরে। গ্রাম বাংলা থেকে খেলাধুলা হারিয়ে যেতে বসেছে সুন্দরবনের প্রাচীন ও জনপ্রিয় একটি খেলা হলো ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা। আর এক দিনের সেই খেলা হয়ে গেল জয়নগরে।জয়নগর ১ নম্বর রকের হরিনারায়ণপুর অঞ্চলের দাসী মঙ্গল সংঘের পরিচালনায় জয়নগরের বিধায়ক বিধায়ক বিশ্বনাথ পাল্লের উদ্যোগে হরিনারায়ণপুরে একদিনের ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা হয়ে গেল শুক্রবার। এদিন এই খেলার আনুষ্ঠানিক সূচনায় উপস্থিত জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুর্ণর্ণা বিশ্বাস,জয়নগর ১ নং রুক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস,জয়নগর ১ নং রুক তৃণমূল বয় কংগ্রেস সভাপতি শামিম আহমেদ ঢালী, হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েত প্রধান সুজাউদ্দিন শেখ,জয়নগর ১ নং রুক আই এন টি সি সি র সভাপতি মার্টিন হালদার, প্রতাপদিতা অরিকারী সহ আরও অনেকে জয়নগর, কুলতলি, মগরাহাট, ক্যানিং সহ আশেপাশের এলাকা থেকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন প্রতিযোগিা।আর এরা খেলা দেখতে বহু মানুষ হাজির ছিলো মাঠেতে।

আবির মাখার মধ্যে দিয়ে কি জয়নগরে কংগ্রেস ও তৃণমূল এক হতে চলেছে ঘুরছে সেই প্রশ্ন জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৫ মার্চ ঃ আর কয়েক মাস পরে রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন।চলছে তাঁরই প্রস্তুতি। আর এই নির্বাচনের আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা। উজ্জ্বল হচ্ছে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার প্রা্ত্তন চেয়ারম্যান কংগ্রেস নেতা সুজিত সরখেলেরাদোলের দিন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার মাঠে একটি সংস্থার বসন্ত উসবে জয়নগরের বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের বিশ্বনাথ দাসের সাথে আবীর খেলায় অংশ নেন কংগ্রেসের সুজিত সরখেল। বিধায়ক তাঁর দুপাশে প্রা্ত্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল ও বর্তমান চেয়ারম্যান সুকুমার হালদারকে নিয়ে ছবি ওতোলেন।আর এদিনের সেই রঙিন ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।এমনকি খোদা বিধায়কের ফেসবুক পেজে থেকে পোস্ট করা হয়।উল্লেখ্য,দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে জাতীয় কংগ্রেসের হাতে থাকা ডেপুটী বহুরের প্রাচীন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা ২০২২ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। অশ্রিত দৃষ্টান্তরা বোমাঝাজি, বৃখ দখল,ভোটারদের মারধর,ছাশ্মা মেরে

দখল করে বলে অভিযোগ ওঠে।তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে যাবার পর সামনে বিধানসভা নির্বাচন।জয়নগর মজিলপুরে পৌরসভার নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আর সেই আবেহে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কের সাথে কংগ্রেস নেতার রঙ খেলা রীতিমতো তাপস্পূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। তবে এব্যাপারে প্রা্ত্তন চেয়ারম্যান কংগ্রেসের সুজিত সরখেলের

হুগলির উত্তরপাড়ায় দোলযাত্রার উদযাপনে যোগ দিয়ে দিলীপ ঘোষ

বনপ্পতি দে, উত্তরপাড়া,১৫ মার্চ ঃ হুগলির উত্তরপাড়ায় বিএ মাঠে দোলযাত্রার উদযাপনে যোগ দিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। সেখানেই শান্তিনিকেতনের সোনাবুরি খোয়াইয়ে বসন্ত উৎসবে নিষেখাঞ্জা নিয়ে সুর চড়ান দিলীপা। যাঁরা উৎসবে বাধা দেন তাঁদের উল্টো করে খোলানো উচিত। বের বেলাগান দিলীপ ঘোষ। দোলের দিনও তৃণমূল বিতর্ক বন্ধ রাজনীতির আড়িয়া। শুষ্ক উল্টো করে খোলানোই নয়, প্রকাশ্যে জুতো মারার নিদানও দিলেন। হক্সবেরের সূরে তিনি বলেন, গোটা বীরভূমটা লুট হয়ে। বাহা-পাথর-কল্লা লুট হয়ে গেলা। কার মাথায় এটা এসেছে যে হোলি খেললে পরিশেষে নষ্ট হয়, দুদন হয় তাঁকে তো উল্টো করে টাঙানো উচিত। নম্রতো আমি গিয়ে টাঙাব। এই ধরনের দুযোধনা কলিযুগে আমাদের সংস্কৃতিকে অপবিত্র করছে। তাঁদের প্রকাশ্যে জুতো মারা উচিত।

দোল উৎসব উপলক্ষ্যে বাংলার মিষ্টি যেমন রয়েছে আবার বিভিন্ন উৎসবের ভিন্ন মিষ্টি তৈরি হয়

দূরস্বভার্ভা, ১৫ মার্চ ঃ দোগাছিয়া দোলে তলয় দোল উৎসব উপলক্ষে মিষ্টির মেলা। ১পিস মিষ্টির দাম ১০০০ টাকা। মিষ্টির আকারও পেলাই। আর সেই মিষ্টি দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতারা আসছেন। তবে এই মিষ্টি দেখতে ল্যাংচার মতো হলেও আদতে এটা রসগোল্লা। এটা কোনও গল্পকথা নয়, বাস্তবে এমনটাই দেখা যাচ্ছে পূর্ব বর্ধমানের দোগাছিয়ার দোলমেলায়।

পাঁচ টাকা থেকে শুরু করে ১০০০ টাকা পিস পর্যন্ত মিষ্টি পাওয়া যায় এই মেলায়।রঙের উৎসব দোলযাত্রা। উৎসব মুখর বাঙালি সারাবছর অধীর আঁধহে অপেক্ষা করে থাকেন রঙিন রাস্তা ন এই উৎসবের জন্য। বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুযায়ী, দোলপূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সঙ্গে রং খেলায় মেতেছিলেন। তাদের মিষ্টি ছাড়া যেমন বাঙালির উৎসব প্রায় অসম্পূর্ণ, তেমনি দোল যাত্রাও তার ব্যতিক্রম না। রং খেলার পাশাপাশি, রাখাকৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে থিচুরি ও রকমারি মিষ্টির ভোগ দেওয়া হয়। এছাড়া ও পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনদের সাথে মিষ্টি মুখের রেওয়াজও রয়েছে এই বিশেষ দিনে। তবে একটি মিষ্টির দাম কি

জাল পাসপোর্টধারীদের ধরে জেলে রাখা হচ্ছে, তল্লাসির কাজ চলছে

দূরস্বভার্ভা, ১৫ মার্চ ঃ পুলিশ সুত্রে জানা হয়েছে, ধৃত আট জনকে জেলে হেফাজতে রাখা হবে আগামী ১৭ মার্চ পর্যন্ত। গত বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর ভবানীপুর থানায় জাল পাসপোর্টের অভিযোগ দায়ের হয়।



অভিযুক্ত হিসেবে উঠে আসে উৎপল মাহাতো, উদয় মাহাতো সহ মোট ৩৭ জনের নাম। এই চক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আঞ্চলিক বসমরেশ বিশ্বাস ও দীপঙ্কর দাস- সহ বেশ কয়েক জনকে। গ্রেফতারের তালিকায় রয়েছেন ডাক বিভাগের কর্মীও। তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে কম্পিউটার, ব্যালকন লায়ন, প্রায় ৩৬টি পাসপোর্টের প্রতিলিপি, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা। অভিযুক্তদের জেরা করে পুলিশ

দাবি,এটা ছিলো সম্পূর্ণ সৌজন্যে বোমের ছবি।এলাকার বিধায়ক আবির নিয়ে এসে মাথাতে চাইলে তার সাথে আবির খেলা যেতেই পারে এর সাথে রাজনৈতিক কোনো সম্পর্ক নেই।তবের বিধায়কের তরফে বলা হয়, দোলের আবির এলাকার জন প্রতিধিবি হিসাবে সবরা সাথে উদযাপন করেছি।রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কি ছু করি নি।আর বিজেপির তরফে জয়নগরে দুদলের মধ্যে সেটিং আছে বলে দাবি করা হয়।

দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, উত্তর প্রদেশে তো একমাস ধরে হোলি চলে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই উৎসব চালু করেছিলেন। এখন খবরে দেখলাম বন বিভাগ বলেছে এখানে হোলি খেলা যাবে না। এত লোক খেললে নাকি দুষণ হবে। আমি জানি না কার মাথায় এটা এসেছে। এত বড় স্পর্ধা কে করেছে জানি না। পাল্টা খোঁরা দিয়েছে তৃণমূল। হুগলি শ্রীরামপুর মজুমদার বলেন, দিলীপ ঘোষ বাংলার জেকার। যে বলে গরুর দুধে সোনা পাওয়া যায়। তাঁর মুখে এসবই মানায়। সে বলবে নাটো কে বলবে! সম্প্রতি শান্তিনিকেতনের সোনাবুরি খোয়াইয়ে বসন্ত উৎসবে বন দফতরের তরফে জারি করা হয়েছে নিষেখাঞ্জা।

থেকে মেলা শুরু হলো আগামী সাত দিন ধরে চলবে এই মেলা।জানা



দোগাছিয়ার মদনমোহনের দোল-উৎসবের মেলায়, এই বিশাল সাইজের মিষ্টিই হল মেলার অন্যতম আকর্ষণ। যা মিষ্টির মেলা হলো পরিচিত।একটি ১০০০ টাকার মিষ্টি তৈরি করতে লাগে আড়াই কেজি ছানা প্রায় চার ঘণ্টা সময় ধরে তৈজি করতে হয় তৈরি। আর এত বড় মিষ্টির লোভেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই মেলায় হাজির হন ক্রেতারা। গতকাল

টাকীর পৌরসভায় দোল অনুষ্ঠান

দূরস্বভার্ভা, ১৫ মার্চ ঃ টাকী পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে বসন্ত উৎসবের আয়োজনে সামিল বিধায়ক।ঝড়ে পরে পাভা আমলকী বনে, দুরে চলে গেছে শীত, বন বিধীকার সারা অঙ্গনে ফাগুনের ইঙ্গিত। শীতের শেষে সকল বনে বনে ফাগুন লেগেছে, স্থলে জলে বনতলে প্রকৃতির সর্বত্র রঙের খেলা চলছে।আর সেই রঙের খেলায় সামিল হতেই টাকী পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে, স্থানীয় কাউন্সিলরের উদ্যোগে এক বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়। ১০ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন পার্কে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে একে অপরকে আবিরের রঙে রাঙিয়ে তোলার পাশাপাশি ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আবৃত্তি, নৃত্য ও গানে ও কথায় মুখরিত হয় বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠান।

এদিনের এই বসন্ত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট দক্ষিনের বিধায়ক ডা সপ্তর্ষি ব্যানার্জী, টাকী টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ দাশ,সহ স্থানীয় কাউন্সিলর মনোরঞ্জন পাত্র,নমিতা দে সহ তৃণমূল নেত্রী পৃথ্টিপতা মন্ডল,গুণ্ডা ঘোষ, ভীষ্মদেব মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

রাধা কৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে আবীর অর্থ অর্পনের পর আবীর খেলায় মেতে ওঠেন উপস্থিত সকলে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের সঙ্গে আবীর খেলায় মেতে ওঠেন বিধায়কও। রঙের উৎসবে সামিল হওয়ার পাশাপাশি রং খেলার সময় বাচ্চাদের চোখ ও ত্বকের প্রতি সতর্ক থাকতে অভিভাবক দের অনুরোধ করেন চিকিৎসক বিধায়ক। বসন্ত উৎসবের মধ্য থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসিরহাট জুড়ে পবিত্র রমজান মাস ও দোল উৎসব পালন হবে এই আশা প্রকাশ করে বিধায়ক বলেন আমরা সম্প্রীতির বাংলায় কোন বিভেদ চাই না। টাকী পৌরসভা এলাকায় এর আয়োজন।

জয়নগরের দোলের রংয়ের খেলা ও নানান পদের ভোজ

দূরস্বভার্ভা, ১৫ মার্চ ঃ জয়নগরে সাতরঙার বসন্ত উৎসবে মাতলেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। বাঙালির বারো মাসের ১৩ পার্বণের একটি হল দোল উৎসব। বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে দিতে বসন্ত কালের এই উৎসব আলাদা একটা মাত্রা এনে দেয়।দোলের দিন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার মাঠে সাতরঙা নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে বসন্ত উৎসব হয়ে গেল রঙ খেলার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক



অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে।এদিন এই উৎসবে নিজে সামিল হয়ে রঙ খেললেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস।এদিন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল,সহ পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলর, তৃণমূল কর্মী সমর্থক ও সাধারণ মানুষের সাথে রঙ খেললেন।ভেদেভাদে ভুলে সবাই এদিন মেতে ওঠেন বসন্ত উৎসবে।নাচ, গান, ছবি আঁকা, আবৃত্তি সহ একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি খাওয়া দাওয়াতে অংশ নেন সবাই।এদিনের অনুষ্ঠানের উপর আলোকপাত করেন সাতরঙা সংগঠনের পক্ষে সৌতিক ভদ্র। জয়নগরের বিধায়ক এদিন এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা

হাওড়ার নতুন বিজেপি সভাপতি

দূরস্বভার্ভা, ১৫ মার্চ ঃ বাম আন্দোলনকে সফল করার উদ্দেশ্যই নিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। অর্থ দিয়ে, কর্মী দিয়ে বিভিন্ন ভাবে তাঁদের (বামেদের) সংগমনকে মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছে শুধুমাত্র বিজেপিকে আটকানোর জন্য, সাংবাদিকের মুখোমুখি হনি একথা বলেন বিজেপির হাওড়া জেলা সদরের নবনির্বাচিত সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য। নতুন সভাপতিকে স্বাগত জানাতে শনিবার হাওড়া সদর বিজেপি কার্যালয়ে কর্মীদের উচ্ছ্বাস দেখা যায়। এদিন নব নির্বাচিত সভাপতি হাওড়া পঞ্চদানতলা রোডের বিজেপির সদর কার্যালয়ে উপস্থিত হতেই কর্মীরা উৎসাহ ও আনন্দে উচ্ছ্বাস শুরু করেন। উত্তরীয়, ফুল, আবির্ ও মিষ্টি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান কর্মীরা। এদিন তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি আরও বলেন, দলকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, যুদ্ধের সেনাপতি হওয়ার ইচ্ছা সকলেরই থাকে। সভাপতি পদের দায়িত্ব পাওয়ার তিনি তাঁর অনুভূতির কথা ভুলে ধরেন। আইনশৃঙ্খলা, রাস্তাঘাটের বেহাল দশা, হাওড়া কর্পোরেশনের নির্বাচন না হওয়া এই সামগ্রিক বিষয়ে আন্দোলন প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, জেলায় আন্দোলন দেখা যাচ্ছে না এমনটা তিনি মানতে নারাজ। আগামী দিনেও তাঁর নেতৃত্বেও কর্মীরা মানুষের স্বার্থে লড়াইয়ে রাস্তায় নামবেন বলে তিনি বিশ্বাসী। উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালে হাওড়ার আন্দুলের প্রভু জগবন্ধু কলেজে পাঠরত থাকাকালীন গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য এর রাজনীতিতে যোগদান। এরপর বিজেপির সম্প্রস্পর্শে আসেন এবং সংঘ পরিবারের তিনি একজন সদস্য হিসেবে কাজ করতে থাকেন। বর্তমান জেলা সভাপতি হওয়ার আগে তিনি দলের হাওড়া জেলা সদরের সহ-সভাপতি ছিলেন। বিজেপি দল এখন শাসক দলের বিরুদ্ধে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা একন তৃণমূলক কংগ্রেসকে দুর্বল করে বাম দলের শক্তি বৃদ্ধি করছে বলে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। বাম কংগ্রেস এক হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

দোলে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে মৃত্যু

দূরস্বভার্ভা, ১৫ মার্চ ঃ দোলের দিন রঙ খেলার পর গঙ্গায় স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হলো একদশ শ্রেণির এক ছাত্রের। শুক্রবার দুপুরে ওই ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার শিবপুর ঘাটের কাছে। ঘটবার কয়েক ঘণ্টা পর এদিন বিকেল নাগাদ তার দেহ উদ্ধার করে রিভার ট্রাফিক পুলিশ। জানা গেছে, বন্ধুদের সঙ্গে দোল খেলার পর শুক্রবার দুপুর দুটো নাগাদ শিবপুর ঘাটে



সে সাতার না জানলেও ঘাটের কাছে কর্কটের ডেক থেকে বাঁপ মারে গঙ্গায়। তারপর সে গঙ্গায় তলিয়ে যায়। তার আর কোনও শেঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে শিবপুর থানার পুলিশ। থানা থেকে খবর দেওয়া হয় রিভার ট্রাফিক পুলিশে। রিভার ট্রাফিক পুলিশ এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের কর্মীরা লম্বা এবং নৌকার সাহায্যে দীদৌতে তল্লাশি শুরু করে। বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাট থেকে কিছুটা দূরে তার দেহ ভাসে ওঠে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রথমে হাওড়া জেলা হাসপাতালে এবং পরে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে শিবপুর থানার পুলিশ। কিভাবে ঘটনাটি ঘটলো তা জানতে দুই বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। উৎসবের দিনে আকস্মিক মৃত্যুতে এদিন এলাকার নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এই ঘটনা প্রসঙ্গে দেবরাজ চৌধুরী বলেন, আমরা ঘরে ছিলাম। দোল খেলার পর এখানে স্নান করতে এসেছিল। ওর সঙ্গে ৩-৪ জন বন্ধুও ছিল। স্নানের সময় জলে ডুইভ দেয়। কিন্তু আর উঠতে পারেনি। ঘটনার ৪-৫ ঘণ্টা পর ওকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ আগে থেকে সবাই সতর্ক করে দিয়েছিল। দোল খেলার পর গঙ্গায় স্নান করার সময় শেখ সর্বাথ থাকতে। কেউ যেন আবুগের বশে বেশি দূর পর্যন্ত গঙ্গায় গিয়ে উপস্থিত না হয়। দপার জলের এর আগে দোলের সময়ে বহু ছেলেরা স্নান করতে গিয়ে ডুবে মারা গিয়েছিল। সেই কারণে আগাম সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১০৪ সংখ্যা, রবিবার ২ চৈত্র ১৪৩১

ভারতের পলান্নই আধুনিক বিরিয়ানি

পলান্ন শব্দের অর্থ মাংস ও চালের মিশ্রণে তৈরি একটি বিশেষ পদ, যা একাধেঁপোলাও নামেও পরিচিত, এবং এর ব্যাসবাক্য হলো পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন। পূর্ণাঙ্গ অর্থ মাংস এবং চাল দিয়ে তৈরি একটি সুস্বাদু খাবার, যা পোলাও নামেও পরিচিত। এর সমাস হচ্ছে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস। মাংস প্রভৃতি সহযোগে ঘৃতপক্ক অন্ন। মধ্যযুগের প্রথমভাগে এই ‘পলান্ন’ নামক যে পদটি খাওয়া হতো তা আদতে ছিল নাকি ছিল ‘বিরিয়ানি’। আমাদের মহাভারত মহাকাব্যে নানা ঘটনা এর উল্লেখ ধরা পড়েছে। মহাভারতের নানা জায়গায় এই বিশেষ পদের হৃদিশ পাওয়া যায়। কখনও ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে পলান্ন খাওয়ার কথা বলছেন। কখনও আবার দ্রৌপদী ও পাণ্ডুরাও এই পদ খেতেন। এখানে সংস্কৃতিতে পল যুক্ত অন্নকেই বলা হয় পলান্ন। এই ‘পল’ শব্দটির অর্থ মাংস। তাহলে কি পলান্ন-ই আজকের বিরিয়ানি? সাধারণত ইতিহাসবিদরা বলেন, পলান্ন থেকে এখনকার পোলাওয়ের জন্ম। কিন্তু বিরিয়ানির পূর্বপুরুষও যে হতে পারে মহাভারতের এই পদ, সেটাও বলেছেন ঐতিহাসিকরা। তবে ভাতে আর মাংসে মিলন হলেই সেটা বিরিয়ানি হয় না। এই অপ্রিয় সত্যটা মেনে নিতে হবে। কেবল মহাভারতের ‘পলান্ন’ই নয়; ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস ঘটলে এরকমই কিছু নাম সামনে আসবে। তামিল সংস্কৃতিতে একটি শব্দ , ‘পুরুক্লাল’ বা ‘পুজ্জঙ্গাল’। যার আক্ষরিক অর্থ হল ‘রান্না করা ভাত’। একইভাবে আর্য সভ্যতায় এই শব্দটিই বদলে হয়ে গিয়েছে ‘পুলাকা’। সংস্কৃতে এর উল্লেখ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, পঞ্চম শতকে রচিত ‘যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি’তে এই বিশেষ পদটির উল্লেখ আছে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, ‘পুলাকা’, ‘পুরুক্লাল’ আসলে পলান্নের দিকেই ইঙ্গিত করছে। বিরিয়ানির পূর্বপুরুষ হিসেবেই একে উল্লেখ করেছেন ঐতিহাসিকরা। আর এই গোটা সময়টা কিন্তু মুঘল যুগের বহু আগের। আবার কুকুটমাংস দিয়ে পলান্নের কথা আছে নলের ওই গ্রন্থে। সেই বিরিয়ানি নাকি পেটের রুগীদের জন্য উপকারী। এই রান্নায় তিনটি মশলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে:সৈন্ধব লবণ, হিং ও তিলের তেল। পোলাও এবং বিরিয়ানি উভয়ই সুগন্ধি চাল এবং বিভিন্ন মশলা ব্যবহার করে তৈরি করা হয়, তবে তাদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। পোলাও হচ্ছে একটি সাধারণ হালকা খাবার, যা সাধারণত মাংস বা সবজি দিয়ে তৈরি করা হয়। এটি বিরিয়ানির তুলনায় কম মশলাযুক্ত এবং হালকা স্বাদেই হয়ে থাকে। পোলাও রান্নার সময়, চাল এবং অন্যান্য উপাদানগুলি একসাথে রান্না করা হয়। পোলাওতে মাংস দেওয়া বা না দেওয়া এক্ষিক। পোলাওয়ের উৎপত্তি মধ্য এশিয়ায়। বিরিয়ানি বিরিয়ানি একটি ভারী খাবার, যা সাধারণত মাংস, মাছ বা ডিম দিয়ে তৈরি করা হয়। এটি পোলাওয়ের তুলনায় বেশি মশলাযুক্ত এবং ভারী স্বাদেই হয়। বিরিয়ানি রান্নার সময়, মাংস বা অন্যান্য উপাদানগুলি প্রথমে রান্না করা হয় এবং পরে চালের সাথে ভরে ভাজিয়ে দম দিয়ে তৈরি করা হয়। এইভাবেই তৈরি করা হয় বিরিয়ানি। অতীতে ভারতে বিরিয়ানি তৈরির রীতি ছিল।

শ্রদ্ধায় বিজ্ঞানী আইনস্টাইন

আলবার্ট আইনস্টাইন (মার্চ ১৪, ১৮৭৯ - এপ্রিল ১৮, ১৯৫৫)। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। সমগ্র বিশ্ব তাকে চেনে এক নামে। বিজ্ঞানে পড়ে, কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্ব বা আবিষ্কার সম্পর্কে জানে না এমন শিক্ষার্থী নেই। আইনস্টাইন পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে তার অবদান অনেক। সবচেয়ে বিখ্যাত আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ববলবিশ্বের ও তড়িচৌম্বকত্বকে একীভূত করেছিল এবং আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অসম গতির ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ধার্যায়গের মাধ্যমে একটি নতুন মহাকর্ষ তত্ত্বপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। আইনস্টাইন বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রতিভাই নন, এই মহান বিজ্ঞানীর মানব-প্রীতি, বিশ্ব আত্মত্ববোধ ও স্বাধীনতার অনুরাগ যুগে যুগে মানব সমাজের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমাজের প্রতি দারাবোধ, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি দরদ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন বিজ্ঞান সাধনার অনুপ্রেরণা। সমাজে ঘটে যাওয়া অন্যান্যের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সর্বদা প্রতিবাদমুখর। জার্মানিতে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর বর্ণবাদী অত্যাচার, ফ্যাসিবাদী শাসন, ভিন্নমতের কঠরোধসহ বিজ্ঞানকে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জারিয়েছিলেন। একসময় নাস্তী বাহিনীর অত্যাচারে আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। আবার আইনস্টাইনের স্মৃতিে শুধে কবিতা ভঙ্গ করে আমেরিকা নাগাসারিক ও হিরোসিমাতে বোমা বিক্ষোরণ ঘটালে তার তীর সমালোচনা করতে কৃষ্ঠাবোধ করেননি। অন্যান্য বিজ্ঞানী ও প্রখ্যাত মানুষদের নিয়ে এক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনেও তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ইহুদি হবার কারণে সারা জীবন অত্যাচারিত হয়েছেন কিন্তু আবার ইহুদি রাষ্ট্র হিসাবে ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট হবার আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা যুগান্তরে প্রত্যাখ্যান করেন। দর্শনহীনভাবে বিজ্ঞানের কারিগরি শিক্ষার বিপদ বুঝতে পেরে, তিনি তার বিরোধীতা করেছিলেন। বিজ্ঞানের সাথে যে মূল্যবোধ ও সমাজের সম্পর্ক রয়েছে সে কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বারংবার। সমাজ আইনস্টাইনকে এত দিক থেকে মূল্যায়ণ না করলেও তাঁর সংস্পর্শে আসা বড় মানুষেরা ঠিকই তা ধরতে পেরেছিলেন। মানুষ হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। অত্যাচার বা অসত্যের কাছে তিনি কখনো মাথা নত করেন নি। মানুষের উপরে তাঁর বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। তুচ্ছ আত্মগরিমা কিংবা নিজের আর্থিক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কখনো ব্যগ্র ছিলেন না। গুরুর আসনে বসিয়ে আইনস্টাইনকে শ্রদ্ধা জানান সত্যেন্দ্রনাথ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্যামা মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে

সাধক রামপ্রসাদ

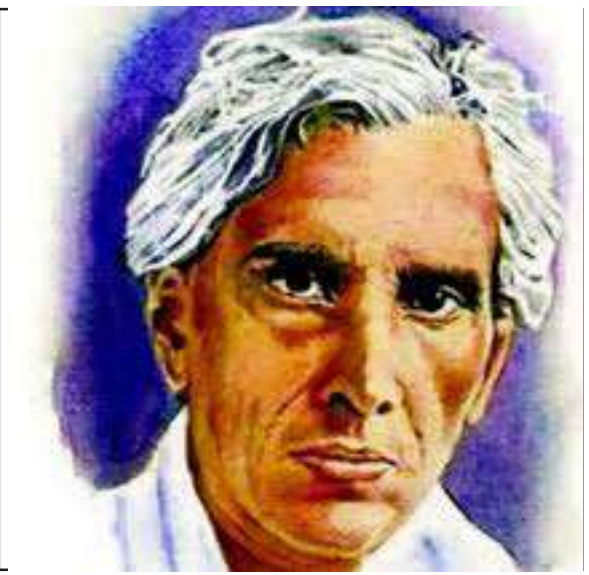


সাধক রামপ্রসাদ মাকে বলছেন, দে আমায় তবিলদারী। টাকা দে। পরসা দে। টাকা পরসা না থাকলে কেউ মান্য করতে চায় না। সকলেই আমাকে অপমানিত করে। সমাজ থেকে গুরু করে পরিবার সকলেই অবহেলা করতে থাকে। মায়ের কাছে সেই কারণে ঠাকুর রামপ্রসাদ বলতেন, মা তুই আমার টাকা দে। তোর কাছে আর কিছু আমি চাই

মানব প্রেমিক কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র বারবার প্রেমের গোপন সূত্রের অনুসন্ধান করে গিয়েছেন

বিবেষ প্রতিবেদক

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আলোচিত ৬টি প্রেমের ঘটনা। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রেমিক-পুরুষ। সম্পর্কে জড়িয়েছেন একাধিক নারীর সঙ্গে। ভেঙেছে প্রেম। পেয়েছেন আঘাত। সেই আঘাত, দুঃখ, শোক হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনের অমূল্য অর্জন, প্রাপ্তি। উজাড় করে দিয়েছেন বিভিন্ন গল্পে-উপন্যাসে।



১. রাজলক্ষ্মীর প্রেমঃ রাজলক্ষ্মী ছিলেন শরৎচন্দ্রের বাল্যকালের প্রথম প্রেমিকা। সে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একই গ্রামে থাকত। খুব অল্প বয়সে কুলিন ব্রাহ্মণের সাথে তার বিয়ে হয় এবং ভাগ্যে জোটে অকাল বৈধব্য। সেই অবস্থায় সে ফিরে আসতে বাধ্য হয় তার পরিবারের কাছে। কিন্তু বিধবা কন্যাকে লালন ও পালন করা একা এক মায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কালের যাত্রাপথে তাই রাজলক্ষ্মীর পরিণতি উপন্যাসের পিয়ারী বাড়িতে হয়েছিল কিনা নাকি সেই সময়কার অন্য বিধবাদের মতো সে চলে গিয়েছিল কাশীতে তার খবর ঠিক পাওয়া যায় না। কিন্তু যা পাওয়া যায় তা শরৎচন্দ্রের কলমে বালিকা রাজলক্ষ্মীর ছায়া। শরৎচন্দ্রের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বালক-বালিকার মধ্যে মন নিয়ে কাছাকাছি আসা-যাওয়া চলে, তা অনেক সময় পরিণতি পায় না ঠিকই কিন্তু মন থেকে মুছে যায় না সহজে। সে কারণেই হয়তো বাল্যকালে রাজলক্ষ্মীর হাতে বোনা বঁইচি ফলের মালা তার উপন্যাসের রাজলক্ষ্মীর হাতেও তিনি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সময়ের সঙ্গে তার জীবন হয়ে উঠেছে বোহেমিয়ান, হয়েছে একাধিক নারীসঙ্গ তবুও তার মনের গোপন বাক্সে সুরক্ষিত রয়ে গেছে বাল্যপ্রেমের স্মৃতি।

২. নিরুপমা দেবীর প্রেমঃ শরৎচন্দ্রের জীবনে যুবক বয়সে যাঁর আগমন ঘটল তিনি হলেন শরৎচন্দ্রের বন্ধু বিহুতিভূষণ ভট্টের

অতীতের রক সংস্কৃতি এখন লুপ্ত সেই শূন্য স্থান পূরণ করেছে রাজনীতিতে মগ্ন তরুণ সমাজ

বিশেষ প্রতিবেদক

বছর কুড়ি আগেও পাড়াগুলাতে পাড়া কালচার ছিল। আর ছিল রোয়াক। পাড়ার উঠতি থেকে পড়ন্ত যুবকরা সেখানে আড্ডা মারত। সীতা ছিল চা, কাউন্টার করে খাওয়া সিগারেট আর মাঝে মাঝে টুটকা তেলেভাজা কি ঝালমুড়ি। ওহাও মোমাে বা মনজিনিিস তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে।



রেস্তোরাঁ কাালচার তখনও বাঙালীর জীবনব্যায়্র প্রবেশ করে নি। পাড়ার যুবকদের একটা করে ভালো নাম ছিল ঠিকই, কিন্তু সেগুলো কেবল স্কুল কলেজে ব্যবহার হওয়ার জন্য। পাড়ার মধ্যে তারা হাবুল, পটলা, বাপি নামেই পরিচিত ছিল। কখনও কখনও চেহারার বেশিষ্টা অনুসারের নাম দেওয়া হত। ঢ্যাঙা, ন্যাড়া, কালু ইত্যাদি নামগুলি ছিল তারই প্রতিফলন। বডি শেমিং নিয়ে আমজনতা তখনও সচেতন হয় নিব্ধ তাই এমন সব নাম নিয়ে আপত্তির কিছু ছিল না কারো কাছে। ঢ্যাঙা বা কালুরাও তাদের নাম শুনে স্বাভাবিক ভাবেই সাড়া দিত। পাড়ায় বিয়ে বাড়ি হোক বা

হলেও কোনো সমস্যা ছিল নাধ্ব রোগীর বাড়ির লোকের এক ডাককেই পটলা হাবুলরা সাইকেল ভ্যানে রোগীকে চাপিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যেত। সারারাত জেপগে থাকত হাত পাাতালে। দরকারে নিজেদের মধ্যে টাকা তুলে ঝুখও কিনতো রোগীর।

উদ্ভবও যে একেবারে ছিল না তা নয়। পুজোয় চাঁদর জন্য ছজ্জাকি করা, সরস্বতী পুজোর আগের যুগে এর ওর বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগান থেকে ফল ফুল পেড়ে আনা, কারো পোষা মুরগী চুরি করে পয়লা জানুয়ারী বা মহালয়ার রাতে ‘ফিস্তি’ এসব লেগেই থাকতত্ধ পাড়ার খিটকেলে বুড়া বুড়িদের ডাক আপত্তিকর সুজনশীল নিয়ে ডেকে তাদের রাজনীতি দিয়ে গালাগাল খেয়ে মজা পাবার

ছিল, ভালবাসা ছিল কিন্তু হাতের ওপর হাত রাখা সহজ ছিল না, সারা জীবন বইতে পারাও সহজ ছিল না। তাই নিরুপমার সাথেও শরৎচন্দ্রের বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এই বিচ্ছেদে শরৎচন্দ্রের ওপর এক শোকের, একাকিত্বের ছায়া নেমে আসে। তাঁর সৃজনে বাধা পড়ে যায়। তিনি নিরুপমাকে কিভাবেই ভালবেত পারেন না। সংগ্রহ করতে থাকেন তাঁর প্রকাশিত রচনাগুলিকে। চিঠি লিখে তাঁর দাদার কাছে অনুরোধ করেন নিরুপমা দেবীর লেখার খাতাগুলো একবার লুকিয়ে যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে খাতাগুলোর সত্যিই শরৎচন্দ্রের কাছে পৌঁছেছিল কি না জানা নেই। ৩. গায়ত্রীর প্রেমঃ শরৎচন্দ্র তখন রেসুন। এই সময় তাঁর জীবনে প্রবেশ করেন মন্ত্রের মতো গায়ত্রী। আবারও একটি বাল্যবিধবা রমণী শরৎচন্দ্রের জীবনকে নাড়া দিয়ে গেলেন। গায়ত্রী বিধবা হওয়ার পর সং মায়ের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে পাড়াভূতোা বিশ্বাসী বন্ধু নন্দদুলালের সঙ্গে মাসির বাড়ি পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। লখনউয়ের উদ্দেশে রওনা হন কোনও এক মধ্যরাত্রে। কিন্তু তাঁর জীবনে যে সেই রাত্রি আবও অন্ধকার নিয়ে আসবে তিনি বুঝতে পারেননি ফলে ভাগ্যের পরিহাসে বন্ধুরূপে কাল সাপ নন্দদুলালের খপ্পরে পড়ে কালাপানি পার করে তিনি চলে আসেন রেসুন। লোলুপ নন্দদুলালের হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে খুঁজতে তাঁর স্থান হয় শরৎচন্দ্রের অভিভাবকত্বের মধ্যে। নন্দ দুলালের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র নিজেই গায়ত্রীর প্রেমে পড়ে যান। তিনি তাঁর মনের কথা গায়ত্রীকে জানিয়েও গায়ত্রী ছিলেন পাথর সমান। কোনও আবেগ তাকে টলাতে পারেনি। সময়ের সাথে যেভাবে শরৎচন্দ্রের মদ্যপান, খামখেয়ালির বাড়ে উঠেছিল, সেইভাবেই বেড়েছিল গায়ত্রীর প্রতি তাঁর বাসনা। তাকে তিনি হাদ মাঝারে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু গায়ত্রী চেয়েছিলেন ছেড়ে দিতে। সে কারণেই দিনের পর দিন শরৎচন্দ্রের প্রেম নিবেদনে, কাকুতিমিনতি সত্ত্বেও তিনি শরৎচন্দ্রকে গ্রহণ করেননি। গায়ত্রী জানতেন তাঁর আর বাড়ি ফেরার উপায় নেই, সমাজে তাঁর স্থান নেই। তা সত্ত্বেও তিনি কোনও পুরুষ মানুষের কাছে সেবাদাসী হতে চাননি। সে কারণেই রেসুনের পরিচিত উকিল দম্পতিতর হওয়াতায় তিনি ফিরে গেছেন লখনউয়ে মাসি মেশোর কাছে। গায়ত্রী চলে যাবার দিন নির্বাক থেকে গেছেন শরৎচন্দ্র।

৪. শান্তির প্রেমঃ শরৎচন্দ্রের জীবনে এসেছেন তার প্রথমা স্ত্রী শান্তি। এই

শান্তির কাছেই যেন ভবযুগে নেশাক শরৎচন্দ্র স্থিতি পেলেন। খুঁজে পেলেন শান্তির নীড়। অন্যান্য সব চাহিনা ভুলে গিয়ে তিনি ডুবে গেলেন সংসার প্রেমে। অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি সেেরে তিনি ফিরে আসতেন শান্তির কাছে। শান্তির খোঁজে। বিখ্যাত শরৎচন্দ্রের ভাগ্যে শুধুই লিখেছিলেন বিড়ম্বনা তাই এই সংসার সুখ তাঁর সহ্য হল না। বাবা হওয়ার পর বাবা ডাকটি শোনার আগেই হারালেন পুত্রসন্তানকে। তারপর মহামারী প্লেগের হাত থেকে বাঁচতে পারলেন না শান্তিকেও। তার শান্তির চিতার সঙ্গে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সেই ক্ষণিকের সুখটুকুও।

৫. সুমিত্রার প্রেমঃ ঈশ্রু মৃত্যু ঘটনার কিছু সময় পরে আরেক যাবাবরের সঙ্গে তাঁর ক্ষণিকের সান্নিধ্য ঘটে। এই পাথির কোনও বাসা নেই, উড়ে চলার নির্দিষ্ট কোনও পথ নেই। এর নাম ছিল সুমিত্রা কিন্তু সেই নামও যে সত্যিকারের নাম ছিল তা বলা যায় না। তবু শরতের কাছে সে সুমিত্রাই ছিল। ভাগ্যের পরিহাসে সুমিত্রা একাধিক পুরুষ দ্বারা ব্যবহৃত হতে হতে হয়ে উঠেছে কোনেন ব্যবসায়ের মক্ষীরানী। ভবিষ্যৎ তো দূরের কথা, বর্তমানও যার কাছে অজানা, অনির্দিষ্ট, সেই সুমিত্রা একদিন পুলিশের তাড় খেয়ে আশ্রয় নিয়েছিল শরৎচন্দ্রের কাছে। শরৎচন্দ্রের ছোট্ট ঘরে পাশাপাশি রাত কাটয়েছিল সে নিরাপদে। অনেক বছর পর সুমিত্রা যেমন কোনও পুরুষের কাছে থেকে সুস্বপ্না পেয়েছিল তেমনই শরৎচন্দ্রের জীবনে সুমিত্রার আগমনে জলে উঠেছিল নতুন প্রদীপ শিখা। কিন্তু সুমিত্রা তো ছিল এক রাত্রের অতিথি। সেই এক রাত্রি তারা জন্ম-জন্মান্বরেও ভুলবে না। সুমিার প্রতি যে ক্ষণিকের তরে ভালোবাসা জেগে উঠেছিল তা তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন সুমিত্রার কাছে। সুমিত্রাও চেয়েছিল একটা সুখের ছোট্ট সংসারে থিতু হতে। কিন্তু সংসার তো সবার জন্য নয়, তাই সুমিত্রাকেও চলে যেতে হয়। বলে যেতে হয়, হে বন্ধু বিদায়! সে জীবনে অন্তত একবার ফিরে আসার কথা বলে গেলেও আর ফেরেনি। অন্ধকারে তার একবার ডুবে গেল শরতের ঘর, আবারও শরৎচন্দ্র নিজেকে গভীর একাকিত্বের নেশায় ডুবিয়ে দিলেন।

৬. হিরণ্ময়ী দেবীর প্রেমঃ শেশ পর্যন্ত যাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবন-মুঠা পরন্ত লেখা হয়ে গেল তিনি হলেন হিরণ্ময়ী দেবী। শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করেছিলেন সবার অলক্ষে রেসুন। ফলে তাঁর

বিশ্বাস্তরে কোনও সান্না না থাকায়, শাস্ত্রেরতে শালগাউ শাক্যকে সাক্ষী রেখে এই বিবাহ না হওয়ায় অনেকেই হিরণ্ময়ী দেবীকে তাঁর স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে পারেননি।

ঠাকুর বাড়ির প্রত্যেকের মানব প্রেম-কাহিনী রয়েছে

কাদম্বরীদেবী মারা যাওয়ার পর স্বজনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘তাঁকে ভালোবাসি’। ১৯০৮ সালের মে মাস। এক উনষাট বছরের পুরুষ ব্যক্তিগত ডায়েরির পাতায় আনমনে লিখে রাখছেন কিছু শব্দের কোলাজ। ‘আজ আমার জন্মদিন; ৫৯ বৎসরে পদার্পণ করলুম; মেজো বৌঠানের কাছে খুঁটি-চাদর-রম্মাল ও পাঞ্জাবী পেলাম; মেজদাদা একটা বই দিয়েছেন; বৈকালে কোলদের নাচ হল; পানিবাবু; নরেন ডাক্তার এসেছিলেন;’ জন্মদিনে এইটুকু পাওয়া? এইটুকু মাত্র স্বীকৃতি হযতো প্রাপ্য ছিল না মানুষটার। ওই ডায়েরির পাতা থেকে কান্য যায়, ডায়েরি লেখকের লেখা ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’ নাটকটিও নাকি অভিনয় করা হয়েছিল সেদিন। অনেকেই এইবার অনুমান করে নিয়েছেন, কার কথা বলছি। এই উদাসী শব্দগুলি যিনি লিখেছিলেন, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অত্যন্ত প্রতিভাবান একসঙ্গেই হারালেন পুত্রসন্তানকে। ১৮৪৯ সালের ৪ মে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তিনি। রূপে, গুণে, উৎসাহে, উদ্দীপনায় সেই আমলের প্রতিভাবান তরুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদিকে নাটক লিখছেন, অন্যদিকে অনুবাদ করছেন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায়। ‘সরোজিনী’, ‘অলীকবাবু’; এই নাটক দুটি অত্যন্ত সাড়া ফেলেছিল



তখনকার নাট্যমহলে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে অদ্ভুতনাটের ধারা তিনিই নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বহুভাষাবিদ ছিলেন। গান লিখেছেন, ছবি ঐকোছেন, জমিদার পরিচালনা করেছেন, স্বদেশি স্টিমারের প্রচলন করেছেন। ঠাকুরবাড়ির হিন্দুমেলো, স্বদেশী সভা, ভারতী পত্রিকা, তাঁতের কাপড় বেল প্রতিষ্ঠা, শিকার ও বন্দুক চালনা শেখানো, সর্বজনীন পোশাকের প্রচলন; সব তাঁর উন্মোগে সম্ভব হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভার সম্পাদকও ছিলেন তিনি। সেতার, পিয়ানো, ভায়োলিন, হারমোনিয়াম বাজাতেন অনায়াসে। বীণাবাদিনী নামে একটি সঙ্গীত বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাঁর আঁকা ছবি দেখে রোডেনস্টাইন মুগ্ধ হয়েছিলেন। বর্তমানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা অনেক ছবি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে।লালন ফকিরের একমাত্র ছবিটি তাঁরই আঁকা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নীলদার করে অর্থ উপার্জন করেছিলেন একসময়। খুলনা ও বরিশালের ভিতর দিয়ে স্টিমার চলার প্রয়োজনে স্টিমারের শেল কিনেছিলেন তিনি। পরে তা ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত করে জাহাজ চালা করেন; সরোজিনী নামে। তারপর ফ্লোটিলা নামের ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ভাগের পরিহাসে এই জাহাজের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিভাবান এই যুবক নিজের অজান্তে আরো একটি কাজ করে গিয়েছেন। একটি কিশোর ছেলেকে নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে মুগ্ধ ও আর্ষিত্ব করে গিয়েছেন। সেই কিশোর ছেলটি একদিন বিশ্বকবি হবেন। জগৎ জোড়া তাঁর নাম। সেদিনের কিশোর রবি তথা রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষে পৌঁছেও জ্যোতিদাদার কথা বলবেন বারবার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল নিজের মতো করে। একটা সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরম নির্ভরতার জায়গা। একথা কোমোদিন অস্বীকার করেননি রবীন্দ্রনাথ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির কর্মচারী শ্যামলালের মেয়ে। সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর তখন অনেক আশা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নিয়ে। কর্মচারীর মেয়ে কাদম্বরীকে কোনোদিনই সুনজরে দেখতে পারেননি তাঁরা। নিজেদের অসন্তোষও তাঁরা যথেষ্ট প্রকাশ করেছিলেন। অথচ এই কাদম্বরীকে কেন্দ্র করেই জোড়াসাঁকোর তেতলার ছাদে জন্ম নিন ‘নন্দন কানন’! একসময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

প্রেরণায় কাদম্বরী ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সঙ্গে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন। কাদম্বরীকে পেয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল সেই সময়। ঘরোয়া পরিবেশে গুরু হল সাহিত্যচর্চা। কখনও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সঙ্গীক চলে যেতেন চন্দননগরের গঙ্গাটীরে, মোরান সাহেবের বাগান বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ থাকতেন তাঁর প্রিয় দুটি মানুষের সঙ্গে। খোলা আকাশ, তিনটি উদার শিল্পী মন, তরুণ বয়স, অপার মুগ্ধতা ;জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন তখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। ‘জীবনস্মৃতি তৈে স্মৃতিচারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতো মুহূর্তগুলির। ঠিক যেন ল রূপকথা ! কিন্তু, জীবন বড়ো নিষ্ঠুর। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনটা রূপকথা হতে গিয়েও হল না। কাদম্বরীর একাকিত্ব, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদাসীনতা, ভাগ্য বিপর্যয়, সন্তানহীনতা, জীবনের ব্যস্ততা; একে একে দূর্ভাগ্যের দূত হয়ে এল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো অমন নাট্যকার যেন গিরিশ ঘোষকে নিজের আসন ছেড়ে দিলেন। এক সঙ্গে অমৃতলাল বসুকে বলেছিলেন, ‘নাট্যজগতে গিরিশব্রহ্ম প্রবেশ করিয়েছেন, আমার রক রচনার আর প্রয়োজন নাই।’ ব্যবসায় ভরাডুবি আর স্ত্রীর আত্মহত্যা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছিল। কাদম্বরী যখন মারা যান, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন পয়ত্রিশ। অথচ সারাজীবন অন্য কোনো নারী সেনেি তাঁর জীবনে। স্বজনদের প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলেছিলেন, ‘তাঁকে ভালোবাসি।’ শুধুই অশোচনীয়? নাকি পথ ভুলে যাওয়া ভালোবাসার স্বীকৃতি? একরকম স্বেচ্ছা নির্বাসনই নিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। কাজ পাগল রাখলে উটকে মধ্যমার্গে বেদনার ইতিহাস বড়ো কম নয়। প্রিয় রবীন্দ্রনাথের চোখে তিনি ছিলেন আদর্শস্থানীয়। অথচ কাদম্বরীর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের মনে এই আদর্শের উচ্চতা থেকে তাঁকে যে নামিয়ে দিয়েছিল; একথা বুঝতেন তিনি। এই বেদনা বুকে নিয়েই তাঁর স্বেচ্ছা নির্বাসন। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী কাদম্বরীর মৃত্যুর পর ‘সাধের আসন’ কাব্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে রীতিমত আক্রমণ করেছিলেন কবিতার ভাষায়। রবীন্দ্রনাথও কি দায়ী করেননি তাঁকে? আর তিনি নিজে? হয়তো জীবনের এই পরিহাস তাঁর জন্য বরাদ্দ ছিল। জীবন তাঁকে যা দিয়েছে, সব কেড়ে নিয়েছে এক এক করে। সত্যেন্দ্রনাথ, জানকাদানন্দিনীর পরিবারের অংশ হয়ে, নিজের হৃদয় থেকে যাওয়া জীবনের গতি ছাড়াও নিজের প্রকাশহীন শিল্পচর্চার গল্পই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের ট্রাজেডি। ১৯০৮ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনী থেকে তাঁর জীবনের ঘটনা জানা যায়। কিন্তু তাঁর ব্যথার কাহিনি কেউ লেখনি। সত্যেন্দ্রনাথের পৌত্র সুবীরেন্দ্রনাথের প্রতি জীবনের শেষবেলাকার সবটুকু স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। হয়তো ঠাকুরবাড়ির এই বালকটিতে ফেলে আসা জীবনের অপূর্ণ ভালোবাসা দিয়ে যশ্চি পেতে চেয়েছিলেন তিনি। ঠাকুরবাড়ির এই প্রতিভা পূর্ণ সিদ্ধি পেল না এক জীবনে। এক সময়ের উজ্জ্বল বহিষ্কারার দীপ নিভে যাওয়ার গল্পটি সত্যি বড়ো বেদনার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেন এক অভিশপ্ত গদম্ব। ১৯২৫ সালের ৪ মার্চ তাঁর শাপমুক্তি ঘটেছিল।

ঠাকুর বাড়ির প্রত্যেকের জীবন কাহিনী এক একটি গল্প। প্রতিটি জীবন কাহিনীর মধ্যে রয়েছে রোমাঞ্চ এবং মনো প্রেম। মানব প্রেমকে অবলম্বন করেই প্রত্যেক জীবন কাহিনী গড়ে উঠেছে।

নবদ্বীপের ভূমিপুত্র গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অনপ্রাশনকে ঘিরে সাজে সাজো রব ধামেশ্বর মন্দিরে



দেবশিশু কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১৫ মার্চ : দোল পূর্ণিমা ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরের উৎসব বড় মায়ামহা। শুক্রবার মহা অভিষেকের পর শনিবার সকাল থেকে ছোট্ট নিমাইয়ের অনপ্রাশনের ঘিরে সাজো সাজো রব ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে। এখানে প্রতিদিন তিনি দেবতা। কেবল মাত্র একটি দিন দেবতার উর্ধে তিনি সকলের প্রিয়। সারা বছর তিনি আপামর ভক্তের ধামেশ্বর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু, শ্রীচৈতন্য। ফাল্গুন পূর্ণিমা়র দিনে তিনি সে সব কিছুই নন। জগন্নাথ

পত্নী শচীমাতার কোল আলো করা সদ্যজাত শিশু নিমাই। পরনে লাল চেলি, হাতে চুষিকাটি। চারপাশে ছড়ানো বিনুক-বাটি, কুমঝুমি। ভক্তিতে নয়, সেদিন অপত্য স্নেহে সিজ় তিনি। পণ্ডিতেরা বলেন, ১৪৮৬ সালের দোল পূর্ণিমা়র সন্ধ্যায় জন্ম নিলেন গোরাচাঁদ। সেই স্মৃতিকে স্মরণে রাখতে বৈষ্ণবসমাজ দোল পূর্ণিমা়কে বদলে দিলেন গৌরপূর্ণিমা়। চৈতন্যজন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর পরেও চৈতন্যধামে দোলের দিন তাই শুধুই মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব। মহাপ্রভুর মন্দিরে, জন্মস্থানে এদিন আবি়র কুমকুম নয়, প্রস্তুত থাকে

হোলির রাতে জলঙ্গি নদী থেকে উদ্ধার শিশুর দেহ, গ্রেফতার বাবা

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৫ মার্চ : স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি। স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে এমন মদেহে চূড়ান্ত দাম্পত্য কলহ, তারই স্খোয়াত দিতে হল মাত্র চার বছরের ফুটফুটে একরত্তি শিশুকন্যাকে। বাবা আছড়ে খুন করল ছোট্ট মেয়েকে। শুধু তাই নয়, মেয়ের মৃত্যু নিশ্চিত করতে ব্রিজের উপর থেকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলা হয় দেহ। অভিযোগ এমনই। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়া জেলার ধুলিয়িয়া। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চঞ্চলা ছড়ায়। অভিযুক্তর নাম বুদ্ধদেব ঘোষ। গ্রামবাসীরা সেই শিশুর অভিযুক্ত বাবাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। স্থানীয় স্ট্রেট্র জনা গেছে, স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে বলে বুদ্ধদেবের সন্দেহ। এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন

ধরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ চলতো। চূড়ান্ত বিবাদের জেরে হোলির দিন শশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন তাঁর স্ত্রী। বুদ্ধদেব বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এরপরই নিজের চার বছরের ছোট্ট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। রাত্তায় সে নিজের মেয়েকে আছাড় মেরে খুন করে বলে অভিযোগ। মেয়ের মৃত্যু নিশ্চিত করতে এরপর জলঙ্গি নদীর ব্রিজের উপর থেকে নিচে মেয়ের দেহ ফেলে দেয়। জানা গেছে, বুদ্ধদেব প্রথমে কিছুতেই মেয়েকে খুনের কথা স্বীকার করেনি। প্রথমে সে জানায়, মেয়েকে অন্য জায়গায় রেখে এসেছে। পরে স্ত্রীর কাছে গিয়ে মেয়েকে খুনের কথা স্বীকার করে অভিযুক্ত। পুলিশ প্রেফতার করেছে অভিযুক্তকে। শুক্রবার রাতেই তাকে নিয়ে নদীতে উদ্ধারকাজ চালায় পুলিশ। ওই রাতেই জলঙ্গি নদী থেকে ছোট্ট শিশুকন্যার নিখার দেহ উদ্ধার হয়। দৃতকৈ শনিবার আদালতে তোলা হবে বলে জানা গেছে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এমন ঘটনায় অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

বোরো ধান চাষ করতে নেমে সমস্যা বেড়েছে চাষীদের, জানে না প্রশাসন

দূরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৫ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আমান ও বোরো ধানের চাষ সবচেয়ে বেশি হয়। প্রায় জেলার ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ হচ্ছে। গতানুগতিক নিয়মে বালুরঘাট ব্লকের গাজীপুর গ্রামের বাসিন্দারা বোরো ধান চাষে বিপাকে পড়েছেন। সরকারি সাবমারসিবল পাম্প সমস্যা। ইতিমধ্যেই বীজতলা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে বোরো ধান রোপনের কাজ চলছে বালুরঘাটের কৃষি জমিতে। সরকারি সাবমারসিবল থেকে অত্যন্ত ধীর গতিতে জল সরবরাহ হচ্ছে। যার ফলে নির্দিষ্ট সময়ে কৃষি জমিতে জল দিতে সমস্যায় পড়েছেন চাষীরা। এমনকি জল কম থাকায় এবছর বোরো ধানের চাষাবাদ দেরি করে শুরু হয়েছে বলে কৃষকদের আক্ষেপ। বর্তমানে সেই পাম্প হাউজের একদিকে মোটামুটি জল পাওয়া গেলোও অন্য প্রান্ত প্রায় জলের ডেপুটেশন কর্মসূচি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মূলতঃ তিনিটি দাবিতে সেদিন ডুয়ার্সের সমস্ত চা বাগানের আদিবাসী শ্রমিক এবং তরাই বলয়ের নেতৃস্থ জলপাইগুড়ি জেলাশাসককে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে অংশ নিতে আসবেন। দাবী গুলোর মধ্যে রয়েছে, সম্প্রতি রাজ্যে সরকার চা বাগানের ৬০ শতাংশ জমি ভিঙ্গ কাজে ব্যবহারের যে অমোদন দিয়েছে সেই নির্দেশিকা বাতিল করতে হবে, কারন চা বাগানের জমি পূঁজিপতিদের হাতে গেলে একদিকে যেমন প্রায় দুশো বছর ধরে চা বাগানে যে আদিবাসী সহ অন্যান্য জনজাতির ভূমিপুত্ররা বসবাস করে আসছে তাদের অস্তিত্ব সংকট দেখা দেবে, যেমনটা পূর্বে চাঁদমুনি চা বাগান তুলে উত্তরায়ণ আবাসন প্রকল্পে হয়েছে। এছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্যে সরকার চা বাগান শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি চালু করছে না, অথচ এই ব্যাপারে ত্রিাশিক্ষক চুক্তি হয়ে গেছে বহু দিন আগে। এর পাশাপাশি চা বাগান শ্রমিকদের বসবাসের জন্য যে জমি রয়েছে, আজ পর্যন্ত সেই জমির কোনো খতিয়ান, দলিল , নাম জারি কিছুই করেনি রাজ্যে সরকার। ডুয়ার্স এবং তরাই এর আদিবাসী চা বাগান শ্রমিকদের এই জ্বলন্ত সমস্যা গুলো নিয়েই আগামী ২০ তারিখ হাজার হাজার আদিবাসী শ্রমিক জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে দাবী সম্মিলিত স্মারকলিপি প্রদান করবে।

২০ মার্চ, আদিবাসী চা বাগান শ্রমিকদের বৃহত্তর সমাবেশ জলপাইগুড়িতে

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ : চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি বিরোধ, সহ নিম্নতম মজুরি চালু নিয়ে আদিবাসীদের ডেপুটেশন কর্মসূচির অনুরোধ দিলো প্রশাসন। জানানো অখিল ভারত আদিবাসী বিকাশ পরিষদ অনুমোদিত প্রপ্রেসিড টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক বর্মলু মামি। আগামী ২০ তারিখে জেলা শাসক কার্যালয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মূলতঃ তিনিটি দাবিতে সেদিন ডুয়ার্সের সমস্ত চা বাগানের আদিবাসী শ্রমিক এবং তরাই বলয়ের নেতৃস্থ জলপাইগুড়ি জেলাশাসককে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে অংশ নিতে আসবেন। দাবী গুলোর মধ্যে রয়েছে, সম্প্রতি রাজ্যে সরকার চা বাগানের ৬০ শতাংশ জমি ভিঙ্গ কাজে ব্যবহারের যে অমোদন দিয়েছে সেই নির্দেশিকা বাতিল করতে হবে, কারন চা বাগানের জমি পূঁজিপতিদের হাতে গেলে একদিকে যেমন প্রায় দুশো বছর ধরে চা বাগানে যে আদিবাসী সহ অন্যান্য জনজাতির ভূমিপুত্ররা বসবাস করে আসছে তাদের অস্তিত্ব সংকট দেখা দেবে, যেমনটা পূর্বে চাঁদমুনি চা বাগান তুলে উত্তরায়ণ আবাসন প্রকল্পে হয়েছে। এছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্যে সরকার চা বাগান শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি চালু করছে না, অথচ এই ব্যাপারে ত্রিাশিক্ষক চুক্তি হয়ে গেছে বহু দিন আগে। এর পাশাপাশি চা বাগান শ্রমিকদের বসবাসের জন্য যে জমি রয়েছে, আজ পর্যন্ত সেই জমির কোনো খতিয়ান, দলিল , নাম জারি কিছুই করেনি রাজ্যে সরকার। ডুয়ার্স এবং তরাই এর আদিবাসী চা বাগান শ্রমিকদের এই জ্বলন্ত সমস্যা গুলো নিয়েই আগামী ২০ তারিখ হাজার হাজার আদিবাসী শ্রমিক জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে দাবী সম্মিলিত স্মারকলিপি প্রদান করবে।

সুগন্ধি অভিষেক বারি, পঞ্চামৃত। দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠলেই বেজে ওঠে শতক শাখ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা। শুরু হয়ে যায় মহাভিষেক। চৈতন্য বিগ্রহের প্রতীক হিসেবে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে পূজিত ‘রাজরাজেশ্বর’ শিলাকে ১০৮ ঘড়া জলে স্নান করানোর পর ষোড়শোপচারে হয় অভিষেক বা অন্য ‘জাতকর্ম’। গৌরাঙ্গদেবকে পরানো হয় শিশুর চেলি। সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় কীর্তন থেকে আরতির সুর। নাট্যমন্দিরের নহবত থানার সানাই আলাপ জমায় বসন্ত রাণে। লালচেলিতে শিশু সাজে ধামেশ্বর মহাপ্রভুর দুল্লভ দর্শনে ভক্তেরা আসেন শিশুর খেলনা নিয়ে। খাদ্য তালিকায়, তরকারি থেকে মিষ্টি, সবই থাকে ৫৬ রকম করে। রূপোর থালা বাটি গ্লাসে থরে থরে সাজানো সে সব। প্রায় দু’ কুইন্টাল অন্ন চূড়ো করে সাজানো। চারপাশে ভিড় করে আছেন হাজারও ভক্ত। খাদ্যের সূত্ৰাণ, ধূপের সুগন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে আরতি ও কীর্তনের সুর। নববসন্তে মহাপ্রভুর আরতির পদ ‘‘ভালি গোরাচাঁদেরে আরতি বাণী’’ সুর বদলে গাওয়া হচ্ছে বসন্ত রাণে।

তিনি এলেই তা বসন্ত আসে। কস্তুরী-চন্দন-অঙ্কুর-ধূপের গন্ধে ম’ম’ করছে নাট্যমন্দির। সাদা পর্দা দিয়ে ঘেরা নাট্যমন্দিরের প্রশস্ত চত্বরে একে একে সাজানো হয়েছে ছাঙ্গান ভোগ। নামে ছাঙ্গান ভোগ হলেও অন্ন, পরমান্ন, পুষ্পার, মিষ্টান্ন, তরি- তরকারি, ভাজা, পুরি, নিমকি, চাটনি সব মিলিয়ে পদের সংখ্যা কয়েকশো। আর হবে নাই বা কেন? স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভুর অনপ্রাশন বলে কথা। তাই এই রাজসুয় আয়োজন নবদ্বীপের ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে। এই মন্দিরেই বিশ্বপ্রিয়া দেবী সেবিত মহাপ্রভুর শ্রীব্রিগ্রহের সেবা পূজো হয়ে আসছে কয়েকশো বছর ধরে। একমাত্র এই মন্দিরেই মহাপ্রভুর অনপ্রাশন উৎসব পালন করে থাকেন সেবাইত গোশ্বামীরা। তারাই বহন করে চলেছেন বিশ্বপ্রিয়া দেবীর উত্তরাধিকার। পুরুষানুক্রমে গোশ্বামীরা এই উৎসব পালন করে আসছেন। তবে বহু প্রাচীন এই অনপ্রাশন উৎসবের শুরু ঠিক কবে, তা নিয়ে কোনও পাথুরে প্রমাণ নেই। যেমন জানা যায় না, কী ভাবে নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব তিথি আন্তর্জাতিক

উৎসবে বদলে গেল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য অনুরাগী বৈষ্ণব ভক্তদের তৎপরতা এবং উদ্যোগে দোল পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব উৎসব পালনের ঠোঁক বাড়ল। দোলপূর্ণিমা হয়ে উঠল গৌরপূর্ণিমা। নবদ্বীপের গঙ্গার পূর্ব পাড়ে মায়াপুরে গড়ে উঠল সাগর পা্নরে বিদেশি বৈষ্ণব ভক্তদের মঠ। বিদেশিদের বিপুল অর্থ এবং নিখুঁত পরিকল্পনায় পঞ্চাশ বছরেরও কম সময়ে মায়াপুর ও নবদ্বীপের দোল তথা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবতিথি উৎসবকে আন্তর্জাতিক মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। তবে মহাপ্রভু বাড়ির উৎসবে আড়ম্বরের ছোঁয়া লাগে একশো বছর আগে শচীনন্দন গোশ্বামীর সময়ে। মহাপ্রভুর অন্যতম সেবাইত সুদিন গোশ্বামীর মতে অনপ্রাশনের দিন তিনি আর যুগবাহুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নন। তিনি ওই দিন জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর কোল আলো করা আদরের ধন নিমাই বা বিশ্ণুস্তর। তাই নিমাইয়ের অনপ্রাশনে বিনুক-বাটি থেকে কুমঝুমি, চুষিকাটি থেকে খেলনা বাদ থাকে না কিছুই। এই অনপ্রাশন উৎসবের আর এক নাম ‘‘জগন্নাথ উৎসব’’।

৪ বছরের শিশুকে ট্রলি ব্যাগবন্দি করে চুরির চেষ্টা! গ্রেফতার ৫

দূরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১৫ মার্চ : চার বছরের ছেলেকে চুরি করার অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটে, নন্দীগ্রাম এক ব্লকের শিমুলকুন্ড গ্রামে। জানা গেছে, গৃহশিক্ষক-সহ পাঁচ জনের করে প্রেফতার করে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ। ট্রলি ব্যাগে করে নিয়ে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ। জানা গেছে, শিশুর পরিবারের বাবা, মা ও নয় বছরের দিদি আছে। বাবার চা দোকান, ও মা রুটি ফেরি করে গ্রামে গ্রামে। প্রতিদিন সকালের মত গতকালও বাবা, মা ব্যবসার কাজে বাইরে বেরিয়ে যায়। সেই সুযোগে শিশুটির দিদির টিউশন মাস্টার পড়ানোর নাম করে খুব ভোরে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। নয় বছরের মেয়েটির হাতে দিদি দিয়ে বেঁধে রেখে, চার বছরের বাচ্চাকে মুখে কাপড় ঢুকিয়ে নিয়ে পালায়। পরে এলাকায় জানাজানি হতে বাচ্চাটির দিদি সব বলে দেয়। পরে পথে যেতে যেতে নন্দীগ্রাম

দুই ব্লকের যোল পুকুর এলাকায় বাচ্চাকে ফেলে পালায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। বাচ্চাকে উদ্ধার করে। দীর্ঘ তল্লাশি চালিয়ে গৃহশিক্ষক-সহ পাঁচজনকে প্রেফতার করে পুলিশ। জানা গেছে, বাচ্চাটিকে নেশাজাতীয় কিছু ব্যবহার করে তাকে নিস্তেজ করে রেখেছিল। যাতে করে সে নিঃশ্বাস নিতে পারে, তাই ট্রলির চেন মূলে রেখেছিল অভিযুক্তরা। আরও জানা গেছে, গৃহশিক্ষকের মা, বউও জড়িত। পাঁচ জনের মধ্যে এক নার্সিং ছাত্রী ও আছে। রবিবার কোর্টে তোলা হবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, অমানবিক চিত্র নদীয়ায়। নিজের মেয়েকে প্রথমে রাস্তায় অভিযুক্তরা। আরও জানা গেছে, গৃহশিক্ষকের উপর থেকে নদীতে ফেলে দিয়ে হত্যা করার অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে। ঘটনায় অভিযুক্ত বাবাকে প্রেফতার করেছে নদীয়ার ধুলুগিয়া থানার পুলিশ।

দোল খেলতে মামারবাড়ি যাওয়ার পথেই পিষ্ট নাতনি ও দাদু, শোকের ছায়া

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ : রং খেলার দুপুরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু। দাদু এবং নাতনির। জলপাইগুড়ি মোহিতনগর টৌরঙ্গি মোড়ের কাছে কৃষ্ণ মোড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটে। জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে দাদু এবং নাতনিকে গুরুতর আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি রোড মোহিতনগরের কাছে বা বাড়ির মোড়ে পথ অবরোধ। ঘটনাস্থলে পুলিশ। জানা গেছে, জলপাইগুড়ি রানিনগরের কাছে পান্সা বটতলা এলাকা থেকে টৌরঙ্গী মোড় এলাকায় দাদুর



বাড়িতে নাতনিকে নিয়ে রং খেলবে বলে টৌটে চালিয়ে আসার পথে মুখোমুখি গাড়ির ধাক্কায় টৌটে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দাদুর নাম সুকু পাল অনুমানিক ৫৫৫। শিশুটির নাম রাধিকা রায় বসন্ত। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসার জন্য।

বাহা উৎসব বীরভূমে, অন্যরকম বসন্ত উৎসব ও বর্ষবরণ পালনের সাক্ষী থাকলো মানুষ

দূরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৫ মার্চ : নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল, বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল... সকলে যখন আঁবীরের রঙে মেতে উঠেছে, শান্তিনিকেতনের সোনাবুড়ির জঙ্গলে তিল ধারণের চাই নাই, তখন, শান্তিনিকেতনের অদূরে প্রকৃতিকে ভালোবেসে অন্যরকম বসন্ত উৎসব ও বর্ষবরণ পালনের সাক্ষী থাকলো মানুষ। আজ, বসন্ত পূর্ণিমার দিন, সকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের গান আর মাদলের তালে, বোলপুরের মূলকে স্বাধীন ক্যাম্পাসে, নেচে উঠলো গোটা এলাকা। সামিল হলেন গ্রামীণ আদিবাসী থেকে কলকাতার নাগরিক জীবনে অভ্যস্থ সকলে। সৌজনা, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং Positive বার্তার যৌথ উদ্যোগে, স্বাধীন ট্রাস্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম, অল বেঙ্গল প্রাইভেট নার্সিং হোমস এন্ড হাসপিটালস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আয়োজিত বাহা উৎসব (ফুলের উৎসব) ও বসন্ত বরণ এর মাধ্যমে তাদের বর্ষবরণ উৎসব। ঋতুরাজ বসন্ত তার রংয়ের ডালি উজাড় করে প্রকৃতিকে সাজিয়ে তোলো। রঙে, রং, গন্ধে ভরে ওঠে – সেজে ওঠে এই প্রকৃতি। বসন্ত পূর্ণিমা অবকাশে সারা দেশ মেতে ওঠে বসন্ত বন্দনায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে থাকে ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠান। যদিও শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবে বসন্তকে স্বাগত জানানো হয়। সেভাবেই নিজেরের পরম্পরা মেনে বসন্ত বন্দনা করার রীতি রয়েছে আদিবাসী সমাজেও। যার নাম- বাহা পরব বা ফুলের উৎসব। আদিবাসী পরম্পরা অনুসারে এই বাহা পরবে তার শাল ফুল নতুন শালপাতায় রেখে নিদেনদন করে তাদের দেবতার কাছে। প্রকৃতির কাছে ঋণ স্বীকার করে তারা। এই বাহা পরবের জীবনে প্রকৃতির নতুন ফুল, ফল এবং পাতাকে নিয়েদের পরেই প্রকৃতির নতুন ফুল, ফল এবং পাতাকে নিয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ ও সৌন্দর্য্যের নয় এটি প্রকৃতির সঙ্গে আদিবাসীদের নিবিড় যোগের প্রতীক। বাহা উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে তারা যেমন প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সেভাবেই তারা আদিবাসী সমাজের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বাহা উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো আদিবাসী সমাজ যেন তাদের



সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত না হয়, সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। প্রখ্যাত সম্ভীতচিন্ত্রী রবীন কিছু জানান, নতুন শাল ফুল ও শাল পাতা এবং জল দিয়ে আমরা এই বাহা পরব উদযাপিত করি। এই উৎসবের পরেই আমরা প্রকৃতির নতুন ফুল ফল পাতা নিজের জীবনে গ্রহণ করি। এই উৎসবে আমরা প্রকৃতির কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করি। আমরা সেটাই সর্বজনীনভাবে উদযাপন করার উদ্যোগে সকলে এক সাথে আজ আনন্দে বসন্ত গ্রহণ করি। এই উৎসবে আমরা প্রকৃতির কাছে ধর্মীয় প্রতিনিধি সহ বহু বিশিষ্টজনকে সম্মাননা জানানো হয়। এইদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা অধ্যাপক ডাঃ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডিন ডাঃ অয়ন গোশ্বামী, বিশ্ব বাংলা কেবল নেটওয়ার্কের সভাপতি তথা ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরামের আহ্বায়ক শঙ্কর মণ্ডল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কানন হাসদা সহ আর অনেকে উপস্থিত ছিলেন। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি মলয় পীট বলেন, আমরা আদিবাসীদের এই বাহা উৎসবের মাধ্যমে সর্ব ধর্মের মেলবন্ধন করে সামাজিক উন্নয়নের বার্তা দিতে চাইছি। সেই সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব ঘিরে যে ষোয়াশ তৈরি হয়েছে, তার থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়ে উৎসবের আমেজ ভাগ করে নিতে চাইছি। বাহা উৎসব (ফুলের উৎসব) ও বসন্ত বরণ এর মাধ্যমে বর্ষবরণ উৎসব উপলক্ষে সারা দিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা হয়।

উত্তর সিকিমে ভাঙলো বেইলি ব্রিজের একাংশ, উদ্বিগ্নে পর্যটকরা

দূরন্ত বার্তা, গ্যাংটক, ১৫ মার্চ : উত্তর সিকিমে বেড়াতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন পর্যটকরা। এর মূলে জংগুর ফিডার বেইলি ব্রিজ ভেঙে পড়া। জানা গেছে, শনিবার ব্রিজে একটি গাড়ি উঠতেই ব্রিজটির একটি অংশ ভেঙে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। মাঝপথ থেকে কিছু গাড়ি গ্যাংটক ফিরে আসে পর্যটকদের নিয়ে। লাঢ়েন, লাচুংয়ের মতো জায়গাগুলি থেকে যারা সকালে গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন, তাদেরও ফিরে যেতে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিস্থিতিতে পর্যটকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

শেষ হয়নি আলু তোলার কাজ! আবহাওয়ার খামখেয়ালিতে চিত্তায় চাষীরা

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৫ মার্চ : চলতি বছরে জেলা কোচবিহারের বহু কৃষক আলু চাষ করেছেন। বর্তমান সময়ে চাষ করা সেই আলু তোলার কাজ চলছে জমি থেকে। তবে এখনও পর্যন্ত সমস্ত আলু কৃষকেরা তুলে শেষ করতে পারেননি। বহু আলু মাটির নিচে রয়েছে, আবার কিছু রয়েছে বস্তাবন্দি অবস্থায় মাঠে। তবে কিছু আলু হিমঘরে ঢোকানো সম্ভব হয়েছে। সেই আলু নিয়ে চিন্তা নেই আর। বর্তমানে আবহাওয়ার খামখেলিতে চিন্তা বেড়ে উঠেছে কৃষকদের। হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। আর তাতেই আলু চাষের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখছেন কৃষকেরা। জেলার এক আলু চাষী জানান, জেলার একাধিক কৃষক এবারের মরসুমে আলু চাষ করছেন। তবে এখনওও সকলের আলু হিমঘরে তোলা সম্ভব হয়নি। ১০০ শতাংশের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ আলু সম্ভবত হিমঘরে ঢোকানো সম্ভব হয়েছে। তাহিতো এই সময়ে যদি বৃষ্টি দেখা দেয়। তবে আলু চাষের প্রচুর ক্ষতি দেখা দেবে। জমিতে থাকা আলু পচে যাবে এবং আলুর দাম বাজারে সঠিক পাওয়া যাবে না। তাই বেশ অনেকটা চিন্তা কাজ করছে বেশিরভাগ কৃষকদের মধ্যে। তবে যদি বৃষ্টি না হয়, তবে আলুর বাজার এবারে ভাল থাকতে চলেছে।

বাইসনের আক্রমণে আহত দু’জন

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৫ মার্চ : হোলির আনন্দের মাঝেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল বানেশ্বর এলাকায়। বনা প্রাণের আক্রমণে আহত হলেন দু’জন স্থানীয় বাসিন্দা। এদিন কোচবিহারের বানেশ্বরের বড়বাড়ি এলাকায় আচমকাই প্রবেশ করে এক বাইসন। স্থানীয় কিছু মানুষেরা বাইসনটিকে ঘুরে বেড়াতে দেখেন লোকালয়ের মাঝে চাষের জমিতে। মুহূর্তে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। উৎসুক মানুষ বাইসন দেখতে ভিড় জমালে বাইসনের আক্রমণে আহত হন দু’জন ব্যক্তি। তারপরেই খবর পাঠানো হয় কোচবিহার বন দফতরের কাছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় বন দফতরের কর্মীরা।

অকেজো সেতু! লাখ লাখ টাকার সেতু, সংযোগকারী রাস্তা বাঁশের

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ : সেতু আছে, রাস্তা নেই! বাঁশের পথেই যাতায়াত কৃষকদের। চরম দুর্ভোগে বাসিন্দারা। লাখ লাখ টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছে সেতু, কিন্তু নেই সংযোগকারী রাস্তা! জলপাইগুড়ির খারিজা বেকবাড়ী দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই সেতু এখন এক অদ্ভুত বাস্তবতার সাক্ষী। নদীর ওপর সেতু দাঁড়িয়ে থাকলেও, সেখানে পৌঁছানোর জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের নিজদের উদ্যোগেই বাঁশের রাস্তা তৈরি করতে হয়েছে। তবে বর্ষা এলেই সেই রাস্তা ভেসে যায়, সমস্যার পাহাড় আরও বেড়ে যায় কৃষকদের জন্য। আর তখন সেই সংযোগকারী বাসের সেতু ভেঙে গিয়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটেছে রাজ্যে। কার্যতও প্রাণ হাত দিয়ে নিয়ে পোজা যাতায়াত করতে হয় দুর্গম এই পথ দিয়েই। এলাকার বেশিরভাগ বাসিন্দারাই কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই নিত্যদিন এই বিপদজনক জায়গা পেরোতেই হয় তাদের।

ফরলেনকো কলকাতায় সৃজনশীল ট্যাক্সি ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রিমিয়াম রেন্টাল পরিষেবা সম্প্রসারণ করেছে

কলকাতা, ১৫ মার্চ : ফরলেনকো, ভারতের শীর্ষস্থানীয় ফার্নিচার এবং লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড, কলকাতায় তার সম্প্রসারণ ঘোষণা করেছে এবং পূর্বাঞ্চলে পদাণব করেছে। এই উদ্যমনের মাধ্যমে, ফরলেনকো শহরের বাসিন্দাদের জন্য ঝামেলামুক্ত, প্রিমিয়াম ফার্নিচার রেন্টাল সমাধান নিয়ে আসার তার লক্ষ্য অব্যাহত রাখছে। ভারতজুড়ে ২৫ টির ও বেশি শহরে ৩ লাখের ও বেশি ব্যবহারকারী সহ, ফরলেনকো-র বড় উপস্থিতি রয়েছে বেসালুরু, মুম্বাই, দিল্লি – এনসিআর, হায়ড্রাবাদ এবং পুনেতে। কলকাতায়, ফরলেনকো শহরের প্রাণবন্ত সংস্কৃতি এবং স্থানীয় স্বাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একটি বিশেষ ট্যাক্সি টপ বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। ২০২৫ সালের ১১ মার্চ শুরু হওয়া এই সৃজনশীল ক্যাম্পেইনে কলকাতার আইকনিক ট্যাক্সির সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, ফরলেনকো তার প্রিমিয়াম ফার্নিচারের সংগ্রহ প্রদর্শন করবে। ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে, কোম্পানি এই ট্যাক্সির ছাদে ফার্নিচার সেটআপ তৈরি করবে, যা আধুনিক গৃহস্থালির জন্য ফরলেনকো-র ফার্নিচারের সুবিধা এবং আরাম প্রদর্শন করবে। এই অভিনব পদ্ধতি কলকাতার বৈচিত্র্যময় দর্শকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে এবং শহরে ব্র্যান্ডের দৃশ্যমানতা বাড়াতে লক্ষ্য করছে। এই মাইলস্টেইন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, অজিত করিমপানা সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতা, ফরলেনকো বলেন, ফরলেনকো তে আমাদের লক্ষ্য সবসময় শহুরে জীবনকে সহজতর করা, এমন স্টাইলিশ এবং টেকসই ফার্নিচার সমাধান প্রদান করা যা আমাদের গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কলকাতা আমাদের ২৫ টি শহরের বৃদ্ধির সাথে যুক্ত হওয়ায়, আমরা আরও অনেক মানুষকে তাদের আরামদায়ক এবং কার্যকরী স্থান তৈরি করার স্বাধীনতা প্রদান করতে আগ্রহী। পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে, রেন্টাল সমাধানগুলি শহুরে বাসিন্দাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, যারা দীর্ঘমেয়াদি মালিকানার তুলনায় স্বচ্ছন্দ্য এবং নমনীয়তা কে অগ্রাধিকার দেন। ফরলেনকোর সাবস্ক্রিপশন- ভিত্তিক মডেল প্রাথমিক খরচ, ভারী জামানত এবং লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ দূর করে, গ্রাহকদের তাদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ করে তোলে। ফরলেনকো, ফার্নিচার রেন্টাল শিল্পের একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে, তার মূল মূল্যবোধগুলো-স্বচ্ছন্দ্য, শাস্রীয় এবং টেকসইতা-প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্টাইলিশ, টেকসই এবং শাস্রীয় ফার্নিচার বিকল্প অফার করে, ফরলেনকো শহুরে জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে।



দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৫ মার্চ : আলিপুরদুয়ার দুই ব্লকের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের হলদিবাড়ি এলাকায় গাজা, জাল টাকা সহ তিনজনকে প্রেফতার করলো শামুকতলা থানার পুলিশ। এদিন গোপন সূত্রে শব্বরের ভিত্তিতে শনিবার জাতীয় সড়কের মাঝেরডাবড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের হলদিবাড়ি টৌপতিতে কোচবিহার জেলার টৌধুরীহাটে তিনজনকে গাজা এবং জাল টাকা সহ প্রেফতার করে পুলিশ । একটি ইরিগা করে কোচবিহার জেলার টৌধুরিহাট থেকে তিনজন (তার মধ্যে একজন মহিলা) এই গাজা ও জাল নোট নিয়ে আলিপুরদুয়ারে আসছিল। আলিপুরদুয়ার এস ডি পি ও শ্রীনিবাস এম পি জানান, দশ কেজি গাজা ও পঁচিশটা পাঁচশো টাকা ফেনে নোট সহ তিনজনকে প্রেফতার করা হয়েছে। আর এরা টৌধুরীহাট থেকে আসছিল এবং আলিপুরদুয়ারে কাউকে ডেলিভারি দিতে যাচ্ছিল। এই জাল নোট গুলো বাৎসর্যে থেকে আনা হচ্ছে কিনা, এই বিষয়ে পুলিশ তদন্ত করছে। গোটা ঘটনার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

গাঁজা, জাল টাকা সহ গ্রেফতার ৩

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৫ মার্চ : আলিপুরদুয়ার দুই ব্লকের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের হলদিবাড়ি এলাকায় গাজা, জাল টাকা সহ তিনজনকে প্রেফতার করলো শামুকতলা থানার পুলিশ। এদিন গোপন সূত্রে শব্বরের ভিত্তিতে শনিবার জাতীয় সড়কের মাঝেরডাবড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের হলদিবাড়ি টৌপতিতে কোচবিহার জেলার টৌধুরীহাটে তিনজনকে গাজা এবং জাল টাকা সহ প্রেফতার করে পুলিশ । একটি ইরিগা করে কোচবিহার জেলার টৌধুরিহাট থেকে তিনজন (তার মধ্যে একজন মহিলা) এই গাজা ও জাল নোট নিয়ে আলিপুরদুয়ারে আসছিল। আলিপুরদুয়ার এস ডি পি ও শ্রীনিবাস এম পি জানান, দশ কেজি গাজা ও পঁচিশটা পাঁচশো টাকা ফেনে নোট সহ তিনজনকে প্রেফতার করা হয়েছে। আর এরা টৌধুরীহাট থেকে আসছিল এবং আলিপুরদুয়ারে কাউকে ডেলিভারি দিতে যাচ্ছিল। এই জাল নোট গুলো বাৎসর্যে থেকে আনা হচ্ছে কিনা, এই বিষয়ে পুলিশ তদন্ত করছে। গোটা ঘটনার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পুরুলিয়ার দায়িত্ব শংকর মাহাতোর হাতে

দূরন্ত বার্তা, পুকলিয়া, ১৫ মার্চ : বসন্ত উৎসবের সন্ধ্যায় বিজেপির জেলা সভাপতিদের তালিকা প্রকাশিত হয়। বিজেপির পুকলিয়া জেলার সভাপতির দায়িত্ব পালনাল ১ ন ব্লক এলাকার নয়াড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পাগড়া ছুড়ুম গ্রামের বাসিন্দা শংকর মাহাতো। এদিন ঝালদার জারগো গ্রামে তাকে সম্বর্ধনা জানান দলের নেতাকর্মীরা। জেলার ঐতিহ্য ছৌ মুখোশ এবং পলাশ ফুলের মালা

পড়িয়ে বিজেপির নব নির্বাচিত সভাপতি শংকর মাহাতোকে সম্বর্ধনা জানান দলের নেতাকর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মন্ডল সভাপতি সঞ্জয় সিংহ দেও, ঝালদা শহর মন্ডল সভাপতি মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় , ঝালদা ব্লক কনভেনার সুকুমার মাহাতো সহ আরো অনেকে ।

আগুনে ভস্মীভূত ১৮টি দোকান

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৫ মার্চ : কোচবিহারের দিনহাটায় ভয়াবহ আগুনে ১৮টি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গেছে। আগুন লাগার খবর পেয়েই দ্রুত দিনহাটা দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন মন্ত্রী উদয়ন গুহও। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চৈঠক করবেন তিনি। তাদের পাশে থাকার

বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা।

যদিও প্রায় ১৮টি সোনার শানিয়ার ভেতরে ভয়াবহ আগুন লাগে। দিনহাটার সবচেয়ে বড় বাজার চণ্ডা হাটে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে প্রায় ১৮টি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গেছে। আগুন লাগার খবর পেয়েই দ্রুত দিনহাটা দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে অগ্নিনির্বাপন নিয়ে কাজে আসেন। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন মন্ত্রী উদয়ন গুহও। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। তাঁদের পাশে থাকার

Notice inviting e-Tender for
NIT No- 308/BEUP/Jangipara/24-25 for 03 nos. works by the undersigned through online mode (https://wbttenders.gov.in). Last date of submission of online bid on **19 Mar 2025 15:00 Hrs.**

Sd/-
Block Development Officer
Jangipara Development Block

রূপিক ফিনটেক প্রাইভেট লিমিটেড এবং রূপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড।

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A ফেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেসালুরু – 56007৪

স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লেখিত ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা সোনা, বাক্যা্য পরিশোধ না করার কারণে নিলাম করা হবে। একটি অনলাইন পোর্টাল

<https://gold.samil.in> এর মাধ্যমে **24/03/2025** তারিখ

নিলাম হবে।

যদি উপরে উল্লিখিত তথ্যের কোনো কারণে ই-নিলাম বাস্তবায়িত না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলির যে কোনও বা সমস্ত আইটেমের ক্ষেত্রে, রূপিক পরবর্তী যে কোনও তারিখ/সেগুলিতে পরবর্তী কোনও

বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইটেমগুলির ই-নিলাম/ব্যক্তিগত বিক্রয় পরিচালনা করবে।

ঋণগ্রহীতাদের তালিকা

Name	Phone Number
PRIYANKA KANU	*****6406
MADHUMITA BASU	*****9437

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - **1800 419 8000**

অনুমোদিত কর্মকর্তা

রূপিক ফিনটেক প্রাইভেট লিমিটেড।

অনুমোদিত কর্মকর্তা

রূপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড।

